NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অকেজো মুঠোফোন আর অপ্রশিক্ষিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কথা

টোলপ্লাজার দখল নিয়ে শাসকদলের দুই গোষ্ঠির সংঘর্ষে মৃত ১ ৬

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৭ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.9.2024, Vol.18, Issue No. 95 8 Pages, Price 3.00

# ‘পদত্যাগে রাজি কিন্তু ওরা বিচার চায় না, চেয়ার চায়...’

## জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করের নিহত তরুণী চিকিৎসকের হত্যার বিচারের জন্য তিনি প্রয়োজনে পদত্যাগে রাজি বলেও জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘কেউ কেউ বিচার চান না। চান ক্ষমতার চেয়ার। ক্ষমতার প্রতি আমার কোনও লোভ নেই। পদত্যাগেও রাজি আছি। কিন্তু আমি চাই, তিলোত্তমা বিচার পান।’

এদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য অনেকটাই নমনীয় হয়েছিল রাজ্য সরকার। প্রথমে ১৫ জনকে বৈঠকে হাজির থাকার অনুমতি দেওয়া হলেও জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মেনে ৩২ জনকে নবান্ন সভাঘরে হাজির থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাজির ছিলেন। কিন্তু বৈঠক লাইভ স্ট্রিমিং করার দাবিতে অনড় থাকেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাতে রাজ্য সরকার রাজি না হওয়ায় বৈঠক না করেই নবান্ন থেকে বেরিয়ে যান। জুনিয়র চিকিৎসকরা বৈঠক বয়কট করে ফিরে যাওয়ার পরেই নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন

করেন মুখ্যমন্ত্রী। খানিকটা অভিমানাহত কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আমি তিন দিন ধরে বসে রয়েছি। যাঁদের বিরুদ্ধে ওঁদের এত অভিযোগ, সেই স্বাস্থ্য কর্তাদের এদিনের বৈঠকে আসতে বারণ করেছি। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি, তিন দিনেও সমস্যার সমাধান করতে পারলাম না। বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি। রাজ্যের মানুষকে বলছি, আমাকে ক্ষমা করুন।’

এর পরেই জুনিয়র চিকিৎসকদের অনমনীয় মনোভাবকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অনেকে বৈঠক করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দু’তিন জন রাজি হননি। বাইরে থেকে নির্দেশ আসছিল। বলে দেওয়া হচ্ছিল, বৈঠকে যোগ দেবে না। বৈঠক বয়কট করে বেরিয়ে আসো। আসলে ওরা বিচার চায় না। চেয়ার চায়। আমার চেয়ারের প্রতি কোনও মোহ নেই। আমিও চাই তিলোত্তমা বিচার পাক। তিলোত্তমার বিচারের জন্য প্রয়োজনে পদত্যাগে রাজি আছি।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘জুনিয়র চিকিৎসকদের টানা ৩২ দিনের কর্মবিরতির ফলে বিনা চিকিৎসায় রাজ্যে ২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন সাত লক্ষের বেশি রোগী।’ জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি নিয়ে জট না কাটার রাজ্যের মানুষের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ফের একবার টানা ৩২ দিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছে ফের কাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

# ‘মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার কাড়তে নয়, বিচার চাইতে এসেছি’

## স্বাস্থ্যভবনে ফিরে দাবি জুনিয়র চিকিৎসকদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ‘আমরা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার কাড়তে আসি নি, বিচার চাইতে এসেছি’, ভেস্তে যাওয়া আলোচনার প্রেক্ষিতে দাবি আন্দোলকারী চিকিৎসকদের।

বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যবাসীর চোখ আটকে ছিল নবান্নের দিকেই, বিকেলে আরজি কর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের জেরে জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি উঠবে কি চালু থাকবে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলোচনার ফলাফল কোন দিকে গড়ায় তাই নিয়ে। যাকে কেন্দ্র করে নবান্নের সামনে পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারন মানুষের ভিড় ছিল চোখে পরার মতোই। যদিও আলোচনা থেকে দাবিমত লাইভ স্ট্রিম করতে রাজি হয় বলেই ভেস্তে গেল আলোচনা। নবান্ন ছাড়ার আগে ৩২ জন জুনিয়র চিকিৎসকের দল স্পষ্ট ভাষাতেই জানাল, ‘আমরা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার কারতে আসি নি, বিচার চাইতে এসেছি। উনি যে ভাবে চেয়ার ছাড়ার কথা বললেন তাতে আমরা হতাশ। ওই চেয়ারটাকে ভরসা করেই আমরা এসেছিলাম। তার চেয়ারের পদত্যাগ চাইতে নয়। আমাদের যে দাবিগুলো ছিল সেগুলো আলোচনা করে সমাধানের জন্যই এসেছিলাম। যদিও আমরা হতাশ।’

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের বক্তব্য, ‘আমাদের প্রতিনিধিদল ও সরাসরি সম্প্রচারের কথা বলেছিলাম আগেই। ন্যায্য দাবি ছিল সরাসরি সম্প্রচার। তাঁরা সুস্পষ্ট উত্তর দেননি। আমরা রাজ্যের সর্বোচ্চ অফিসে এসেছিলাম। আমরা ভাই বোনের মতোই তাঁর কাছে। আমাদের নিজেদের স্বার্থ নেই। এটা সাধারণ মানুষের স্বার্থ। তাঁর চেয়ারের দাবিতে আমরা আসিনি। আমাদের বোন ও তাঁর পরিবারের জন্য এসেছিলাম। আবার যে কোনও জায়গায় আলোচনা ডাকলে, আমরা যেতে প্রস্তুত। এখানে ইগোর লড়াই নয়, বিচারের লড়াই। বিচারের স্বার্থ নিয়ে এটা লড়াই। ইগো শব্দ নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে। ইগো, জেদ, অহংকার আমাদের নেই। আমরা সবাই এখানে ডাক্তার। আমাদের কাছে যতজন রোগী এসেছেন, সেই সরকারি পরিষেবার রোগীরা ফোন করে বলছেন, তাঁরা আমাদের পাশে আছেন।’

আন্দোলনকারীদের কথায়, ‘আমাদের সদিচ্ছা এখনও আছে। আশা করি, মুখ্যমন্ত্রীরও সদিচ্ছা এখনও আছে। আমরা ৩৪ দিন রাজপথে পড়ে রয়েছি। দরকার হলে, ৩৫ দিন, ৩৬ দিন, ৩৭ দিন থাকব। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান বার হবে, এটা আমাদের বিশ্বাস।’

### অবস্থান জারি জুনিয়র ডাক্তারদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** জুনিয়র ডাক্তারেরা বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টে যদি লাইভ স্ট্রিমিং হতে পারে, তাহলে কেন এই কথা উঠছে? আমরা বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলাম। আরজি করের ঘটনায় সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন কথা হয়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বহু সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। অনেক সরকারি আধিকারিকও করেছেন। আমরা অবস্থান মঞ্চে ফিরে যাব। জানতে পারলাম নবান্নের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদি বন্ধ হয়ে যায়, আশা করি, দরজা আবার একদিন খুলবে। আমাদের অবস্থান চলবে।’

## শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন মানিক ভট্টাচার্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে জামিন পেলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁকে জামিন দেন। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, জামিন পেলেও চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে মানিককে।

ইডি-র দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান মানিক ভট্টাচার্য। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবারে এই নির্দেশ। এর পাশাপাশি হাইকোর্ট এ নির্দেশও দেয়, মানিক ভট্টাচার্যকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। তদন্তে সাহায্য করতে হবে। ট্রায়াল কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। পাশাপাশি নিম্ন আদালতের সীমানার বাইরে যেতে পারবেন না মানিক। কোনও সাক্ষীর উপরে যাতে কোনও প্রভাব না খাটানো হয়, সেটাও স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যকে। এর আগে মানিক একাধিকবার জামিন চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বারবারই তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে বলে ইডি প্রতিবারই জামিনের বিরোধিতা করেছিল। শুনানি চলাকালীন এজলাসে মানিককে কান্নায় ভেঙে পড়তেও দেখা যায়।

ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মানিকের স্ত্রী ও ছেলেও। হাইকোর্ট পরে তাঁর স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্যকে জামিন দেয়। মানিকের পুত্র শৌভিক জামিন পান সুপ্রিম কোর্ট থেকে। সম্প্রতি ইডির তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে মানিক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ‘তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে আমি দু’ফুট করে উঠছি। এক ফুট করে নামছি।’

প্রসঙ্গত, তদন্তকারীদের দাবি ছিল, প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষার ওএমআর শিট ধ্বংস থেকে নিয়োগের তালিকা তৈরি সবটাই হত মানিত ভট্টাচার্যের অঙ্গুলিহেলনে। এমনকী, বেআইনি আর্থিক লেনদেনেও তাঁর যোগ মিলেছিল বলে দাবি করেছে ইডি। কার্যত নিয়োগ দুর্নীতির ষড়যন্ত্র চাঁই হিসেবে দেখানো হয়েছিল তাঁকে। তবে চার্জ গঠন থেকে বার বার পিছিয়ে এসেছে তারা। এবার জামিন পেলেন প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি।

## লাইভ স্ট্রিমিং না হওয়ায় কাটল না জট

# অধরা সমাধান, বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃতীয় দিনেও কাটল না জট। নবান্ন পর্যন্ত এসে পৌঁছনোর পরেও মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ার থেকে ফিরে গেলেন আরজি করের আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। বৈঠকের লাইভ সম্প্রচার হবে কিনা তা নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক টানাপোড়েনের পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রস্তাবিত বৈঠক শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল লাইভ সম্প্রচারের দাবিতে অনড় ছিলেন শেষ পর্যন্ত। এর বিপরীতে কোনওভাবে এই বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিংয়ে রাজি হয়নি রাজ্য সরকার।

আন্দোলনকারীরা নবান্নে এসে পৌঁছনোর পরে মুখ্যসচিব, ডিজি-সহ সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা দফায় দফায় তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। নবান্ন সভাঘরের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল। নবান্ন সভাঘরের ভিতরে তখন অপেক্ষায় বসে আছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। দু-ঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করার পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নবান্ন ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। বেরনোর আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থানকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার খোলা মনে

আলোচনা চায়। তাই তিনি লাগাতার তিন দিন ধরে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করেছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের শর্ত মেনে ৩০ জনের বেশি প্রতিনিধিকে বৈঠকে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেসমস্ত স্বাস্থ্য কর্তাদের বিরুদ্ধে জুনিয়র চিকিৎসকদের ক্ষোভ রয়েছে তাঁদের বৈঠকে রাখা হয়নি। তবে এই মামলা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন হওয়ায় তার নিজের দিক থেকে কোনও আপত্তি না থাকলেও পদ্ধতিগত কারণে লাইভ সম্প্রচার করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনো তাঁরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর অবস্থান নেওয়ার পক্ষপাতী নন। বরং তারা চাইলে এখনো সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন। প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তাররা নবান্ন চত্বরে ছিলেন। হাজির ছিলেন সরকারের শীর্ষ কর্তারাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরফ গলেনি। এর পর জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

খানিকবাদেই বন্ধ করে দেওয়া হয় নবান্ন সভাঘরের দরজা। এদিকে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জুনিয়র চিকিৎসকদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে বলে ভেবেছিলাম। তাই আমরা ওদের সকলকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলাম। ভিডিয়ো রেকর্ড করা হবে, জানানো হয়েছিল। তিনটি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। চাইলে ভিডিয়োর রেকর্ড তাঁদের হাতে তুলে দিতাম। সুপ্রিম কোর্ট যে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারে, আমরা পারি না। মামলা বিচারাধীন। সিবিআই দেখছে। চাইলে আমরা তাদের ভিডিয়ো রেকর্ড দিতাম। কোর্টকেও দিতে পারতাম। অতীতে যখন জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল এবং লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছিল, তখন মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল না।’ খানিকটা আশাহত কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি তিন দিন ধরে বসে রয়েছি। যাঁদের বিরুদ্ধে ওঁদের এত অভিযোগ, তাঁদের আসতে বারণ করেছি। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি, তিন দিনেও সমস্যার সমাধান করতে পারলাম না।’

# প্রয়াত বাম নক্ষত্র সীতারাম ইয়েচুরি

**নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর:** ২৫ দিনের যুদ্ধ শেষ। হাসপাতালেই প্রয়াত সীতারাম ইয়েচুরি। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। গত ১৯ অগস্ট শ্বাসযন্ত্রে গুরুতর সংক্রমণ ধরা পড়ার পর সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে ভর্তি করানো হয়েছিল দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। প্রথম থেকেই আইসিইউয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। সোমবার রাতে অবস্থার অবনতি হয়। কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় চিকিৎসকদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য নীলোৎপল বসু জানিয়েছেন, সীতারাম আর নেই। দুপুর ৩টে তিন মিনিটে প্রয়াত হন সীতারাম। গত ৮ অগস্ট দিল্লিতে ইয়েচুরির চোখে ছানির অস্ত্রোপচার হয়েছিল। ওই দিনই প্রয়াত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু শারীরিক কারণেই পর দিন কলকাতায় বুদ্ধবাবুর শেষযাত্রায় ইয়েচুরি আসতে পারেননি। ২২ অগস্ট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বুদ্ধবাবুর স্মরণসভাতেও থাকতে পারেননি। তার দু’দিন আগে ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে তাঁকে ভর্তি হতে হয়েছিল এইমসে। বাম নেতার প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমেছে দেশের রাজনৈতিক মহলে।

বলা বাহুল্য, অল্প সময়ের মধ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং ইয়েচুরির মৃত্যুতে বড়সড় শূন্যতা তৈরি হল ভারতের বাম রাজনৈতিক মহলে। গত ২৯ অগস্ট রাতে প্রবীণ বামপন্থী নেতাকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়। নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় সিপিআইএমের তরফে এক বিবৃতিতে দলের সাধারণ সম্পাদকের অবস্থা ‘সংকটজনক’ বলে জানানো হয়েছিল। আর এদিন এল খারাপ খবর। ‘রেসপিরেটরি সাপোর্টে’ থাকার পরেও প্রয়াত হয়েছেন ইয়েচুরি। বাম নেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যু জাতীয় রাজনীতিতে বড় ক্ষতি।

এদিকে দলীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বসন্তকুঞ্জের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বাম নেতার দেহ। শনিবার বেলা ১১ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত দিল্লির গোল মার্কেট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শায়িত থাকবে দেহ। যেখানে ভক্ত এবং অনুগামীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন। এর পরই এইমসে দেহ দান হবে।

# ধনখড়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার

**নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর:** আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখি রবিবার সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র পাঠালেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার। সংসদীয় বিধি মেনে বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লিতে ধনখড়ের সশরীরে দপ্তরে হাজির হয়ে তাঁর হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন জহর। জহরের ইস্তফার ফলে সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কমে হল ১২। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে একটি খালি হয়ে গেল। তৃণমূলের ১২ জন ছাড়াও এ রাজ্য থেকে বিজেপির দুই এবং বামেদের এক জন রাজ্যসভা সাংসদ রইলেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর আরজি কর কাণ্ড এবং দুর্নীতির প্রতিবাদ করে সাংসদ পদ ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন জহর। ওই চিঠিতে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে তিন বছর কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান জহর। তবে একই সঙ্গে দুর্নীতি, আরজি কর-সহ একাধিক ইস্যুতে দলের তথা নেত্রীর অবস্থান নিয়ে সরবও হন। প্রাক্তন ওই আমলা জানিয়ে দেন, আরজি কর কাণ্ডের পর বাংলার সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের যে অনাস্থা, এই বিপুল দীর্ঘ কর্মজীবনে অনাস্থা আগে দেখেননি তিনি। যদিও বিস্ফোরক চিঠির পরও জহর সরকারকে ইস্তফা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিল দল। শোনা যায়, খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করেন। মমতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই জহর জানান, সাধারণ মানুষকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর পক্ষে আর সিদ্ধান্ত বদল সম্ভব নয়। সেদিনই তিনি জানিয়ে দেন, দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে ইস্তফাপত্র দিয়ে দেবেন। সেই মতো বৃহস্পতিবার নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিলেন জহর।

## সেনসেক্স ছাড়াল ৮৩ হাজার

**নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর:** এই প্রথম সেনসেক্স পার করল ৮৩ হাজারের গন্ডি। বৃহস্পতিবার শুরু থেকেই ঊর্ধ্বমুখী ছিল সেনসেক্স। বাজার বন্ধ হওয়ার সময় রেকর্ড। নিফটির লাফও ছিল নজরকাড়া। ৪৭০.৪৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়ায় রেকর্ড ২৫ হাজার ৩৮৮ পয়েন্টে। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ সেনসেক্স ১,৪৪০ পয়েন্ট দিয়ে দিন শুরু করে বাজার বন্ধ হওয়ার সময় তা ৮৩ হাজারে শেষ হয়। নিফটিও সর্বকালীন উচ্চতা ৪৭০ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞমহলের মতে, মার্কিন মুদ্রাস্ফিতি ঘটার কারণেই বাজারের হার রেকর্ড উচ্চতা ছুঁয়েছে। পাশাপাশি, তেলের দাম বিশ্ববাজারে অনেকটাই কমে যাওয়াতেও বাজার অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছে বলে মত।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৬৫ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumar Manna S/o. Gokul Chandra Manna ও Prabir Kr Manna S/o. G. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৬৭ নং এফিডেভিট বলে Lakhan Das S/o. Jhagru Das ও Lakshan Das S/o. Lt. J. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১০/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৬৩৭ নং এফিডেভিট বলে Joydeb Paul S/o. Chandi Charan Paul ও Joydeb Pal S/o. C. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santosh Kumar Das ও S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর। ২৭ শে ভাদ্র। শুক্রবার। দশমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

**বৃষ রাশি :** বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

**মিথুন রাশি :** পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির ছারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

**কর্কট রাশি :** মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

**কন্যা রাশি :** বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

**ধনু রাশি :** আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

**মীন রাশি :** যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

### নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Chandra Pal ও T. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৮৬৩ নং এফিডেভিট বলে Binoy Kumar Santra S/o. Harendra Nath Santra ও Binay Santra S/o. H. N. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Muftee Masoodur Rahman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sahalam Haldar ও M. S. Alam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৮৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ibrahim & Ibrahim Sekh & Sekh Ibrahim S/o. Sk. Meheraj ও আমার মাতা Muslima Bibi & M. Bebi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৮৮২ নং এফিডেভিট বলে Shyam Sunder De ও Shyam Sundar Dey S/o. Madan Mohan De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৬৪ নং এফিডেভিট বলে Akshay Roy S/o. Rabin Roy ও Akshoy Roy S/o. R. Roy সাং হোয়েড়া, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajoy Bhakat ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijoy Prasad Bhakat ও B. K. Bhakat সাং শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ০৯/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৫৭ নং এফিডেভিট বলে Arabinda Maity S/o. Ashoke Maity ও Arabinda Maiti S/o. Lt. A. Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Jana ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sanat Kumar Jana ও S. Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৬৮ নং এফিডেভিট বলে Bijan Kumar Roy S/o. Shyama Charan Roy ও Bijan Kr Roy S/o. Lt. S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৭৬৬ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Das S/o. Krishna Chandra Das ও Prodip Kr Das S/o. Lt. K. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯৭১ নং এফিডেভিট বলে Rajesh Choudhary S/o. Rampati Choudhary ও Rajesh Choudhury S/o. Kamaldeo Choudhury সাং ১/২৭ জি.টি. রোড, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

আমি Nantu Shaikh, S/o. Narendra Nath Pramanik, গ্রাম ও পোঃ- খয়রামারি, থানা-সাগরপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, যা আমার আধার কার্ডে আছে। কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে নাম Nalini Pramanik, S/o.- Narendra Nath Pramanik আছে। গত ০৬/০৯/২০২৪ তারিখ বহরমপুর SDEM (S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Nantu Shaikh এবং Nalini Pramanik S/o.- Narendra Nath Pramanik এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

### নাম পরিবর্তন

আমি জিতেন্দ্র কুমার বোথরা, পিতার নাম শ্রী সাগরমল বোথরা, ঠিকানা ২৭বি, সাউথ এন্ড পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯, এলডি. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) কলকাতার সম্মুখে ১১.০৯.২০২৪ তারিখের একটি এফিডেভিট দ্বারা জানাই যে, আমি আমার নাবালক ছেলের নাম দেবর্ষ বোথরা (জন্ম তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০১০) থেকে, রচিত বোথরাতে পরিবর্তন করেছি। দেবর্ষ বোথরা এবং রচিত বোথরা একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

### আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী দীনবন্ধু দাস পিতা- সুঁনীল দাস সাং - যোগেন্দ্র গোস্বামী লেন, পো: শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর নদীয়া, শান্তিপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং- ২২/০৮/২০২৪ তারিখে ৩৯২৬/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমতি গৌরী চ্যাটার্জ্জী আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী শান্তিপুর থানার ২২ নং শান্তিপুর মৌজাস্থিত আর.এস. খতিয়ান ৫৭৭৬ এল. আর. খতিয়ান ১৫২৫৯ আর.এস. দাগ ৫৭৪৭ এল. আর. দাগ ৫৯০২ এর মোট ০.০৮৩ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন ডিসপুট থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার পরবর্তি ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর. ও ভূমি সংস্কারের সংশ্লিষ্ট দফতরে অফিসে যোগাযোগ করিবেন। নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

**M- 6296950124**

মোনালিসা ব্যানার্জি (অ্যাডভোকেট), পূর্ব বর্ধমান।

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আনিসা পৈলান যৌথ ভাবে মহঃ হাকিম মণ্ডল মহাশয়ের সাথে বিগত ইং ২০২১ সালে ১১০০৯ নং কোবালা দলিল বলে মোট ৩২.৫ শতক জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে ইং ২০১৭ সালে আকবর পৈলান ও অন্যান্যদিগের পক্ষে ১১৯৪ নং দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার মিনু বেওয়া পৈলান মহাশয়ার নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-জয়কৃষ্ণপুর চিয়াড়ী, এল.আর. ১১৯ নং দাগে ও এল.আর. ১৯৭০ নং খতিয়ানে তাহার অর্ধাংশ ১৬.২৫ শতক জমি বর্তমানে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/ 24410 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ২৩/৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges' Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া, ২। উত্তম কোলে, পিতা নবকুমার কোলে, মহাশয়গন গত ইং. ০১/০৬/২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রী অফিসে বুক নং.-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং.-৭৪০৬ হইতে ৭৪২২, বিয়িং নং. ০৫০২১৪৩২৬ নং. আমমোক্তার নামা বলে পিন্টু বাগ, পিতা সুখেন বাগ মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল ১৫৮৪/১ নং. খতিয়ানে সাবেক ১৪৩১ হাল ১৪৭৩ দাগে ২ কাঠা ৪ ছটাক, সাবেক ১৪৩২ হাল ১৪৭৪ নং. দাগে ২ কাঠা ৩ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

### বিজ্ঞপ্তি

আমি শম্ভু রায়, পিতা সুভাষ রায়, সাং ও পোষ্ট- জোয়ানিয়া, জেলা-নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ১১/০৬/২০২০ তারিখে থানা কোতোয়ালি এলাকাধীন 66 নং জোয়ানিয়া মৌজায় এল আর 939 নং ও 911 নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর 128 নং ও 723 নং দাগে 154.2 শতক জমির স্বত্বের পক্ষে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-143/23 নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং ও পোষ্ট-জোয়ানিয়া নিবাসী কৃষ্ণা রায়, স্বামী হেমন্ত রায় এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইংরাজি 05/07/2024 তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি. এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 6672 নং দলিল দ্বারা জোয়ানীয়া নিবাসী সুলেখা রায়, স্বামী শম্ভু রায় কে বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকে কৃষ্ণনগর-১ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন। নতুবা আইনানুসারে কার্য্য সম্পাদন হইবে।

### বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। জেলা নদীয়া, থানা কোতোয়ালী, সাব রেজিষ্ট্রি অফিস কৃষ্ণনগর, পরগনা উখড়া, হাল ৭ নং তৌজির মহাল ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজা মধ্যে মালেক পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে নদীয়া জেলা কালেক্টর বাহাদুর সেরেস্তায় লিখিত আর এস ৯৫৫০ নং এল আর ৩৩৫৯৪ নং খতিয়ানভুক্ত রায়তি স্থিতিবান স্বত্বের যে জমাজমি আছে উক্ত জমাজমির মধ্যে আর এস ১৭৩০৭ নং এল আর ২১৩১৮ নং দাগে ৫০৮ শতক মধ্যে ৩১.৫০ শতক সম্পত্তি আমি শ্রী জগদীশ চন্দ্র সাহা, পিতা ˇযতীন্দ্রনাথ সাহা, সাং কালীনগর, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ গত ০৭/০৮/২০১৩ তারিখে উক্ত তপশিল বর্নিত সম্পত্তির আমমোক্তার প্রয়োজন হেতু ১) শ্রী মানু দুর্লভ, পিতা শ্রী কার্ত্তিক দুর্লভ, সাং কাঁসারীপাড়া, এন সি ঘোষ সরনী, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, ২) শ্রী সুভাষ ঘোষ, পিতা ˇশম্ভুনাথ ঘোষ, সাং খোট্টাপাড়া (চকেরপাড়া), পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১, মহাশয়গনকে SL-11244, I-11676/13 আমমোক্তার প্রাপ্ত দলিলবলে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত আমমোক্তার প্রাপ্তদ্বয় গত ৩০/০৮/২০১৩ তারিখে SL-7264, I-7366/13 দলিল বলে ৩১.৫০ শতক জমির মধ্যে ০৮.২৫ শতক জমি বিক্রয় করে কোবালা গ্রহীতা শ্রীমতি লক্ষীরানী বিশ্বাস, স্বামী শ্রী বিনোদ বিহারী বিশ্বাস, সাং গোয়ালদহ সাহাপাড়া, পোঃ-গোয়ালদহ, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া মহাশয়াকে উক্ত কোবালা গ্রহীতা গত ২১/০৩/২০১৪ তারিখে SL-2249, I-2266/14 দলিল বলে তার পুত্র শ্রী লাল্টু বিশ্বাস, পিতা শ্রী বিনোদ বিহারী বিশ্বাস, সাং গোয়ালদহ সাহাপাড়া, পোঃ-গোয়ালদহ, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে ০৮.২৫ শতক জমি দানপত্র বলে দান করে। উক্ত দানগ্রহীতা গত ১৯/০৯/২০১৬ তারিখে SL-7878/16, I-7799/16 দলিল বলে ০৮.২৫ শতক জমির মধ্যে ০৩.৩০ শতক জমি বিক্রি করেন কোবালা গ্রহীতা শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, পিতা শ্রী অজামিল বিশ্বাস, সাং ডফরপোতা জামতলাপাড়া, পোঃ-আসাননগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১৬১ মহাশয়কে এক্ষনে শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরুপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যাথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**কৌশিক দাস, অ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট**

### Declaration

I, CHAND ALAM Son of Late Kamal Uddin residing at 15/47, Meghna Colony Line, P.O. - Jagatdal, P.S.- Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 09.09.2024 that my actual and correct name is CHAND ALAM and it is recorded in my Aadhar, Voter and PAN cards. ARSHAD ALI is my son's name and the same name has been recorded in his Aadhar, PAN and Voter Cards. My son uses his surname ALI and I use my surname as ALAM.

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বিকাশ দাস পিতা- ˇব্রজলাল দাস সাং+পোঃ গোয়ালদহ, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ মহাশয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর- ১নং ব্লকের অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার অধীন ১৭২২৭ এল. আর. খতিয়ানভুক্ত আর. এস. দাগ নং- ১৭৩৬৫ এবং এল. আর. ২১৮৬৫ নং দাগে ৩.৩০ শতক জমির আমমোক্তার নামা দিয়েছেন শ্রী বিশ্বজিৎ দাস পিতা- শ্রী চন্দ্রসাগর দাস সাবেক সাং+পোঃ-সাপমারী, থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদহ, পিন- ৭৩২১৩৮ এবং হাল সাং+পোঃ গোয়ালদহ, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ মহাশয়কে বিগত ০৪/০৩/২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৩৩২৪ নং আমমোক্তার নামা বলে রেজিষ্ট্রিকৃত জমি বিগত ০৯/০৮/২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি. এস.আর. অফিসে ৮১৪৯ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন শ্রীমতি পারমিতা বালা মন্ডল স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল সাং- গোবিন্দপুর বাজারপাড়া, পোঃ+থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০৫ মহাশয়াকে।

এবিষয়ে যদি কাহারও কোনরুপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করিবেন (M: 9933895235)।

**বিশ্বনাথ ঘোষ, উকিল**
**কৃষ্ণনগর, নদীয়া**

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া, ২। উত্তম কোলে, পিতা নবকুমার কোলে মহাশয়গন, গত ইং. ২৩/১২/২০২২ তারিখে হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে বুক নং.-১, বাহির ০৫০২-২০২৩, ভ্যলুম নং. ৭৩৮৪ হইতে ৭৪০৪, বিয়িং নং. ০৫০২১৪৩২৫ নং. আমমোক্তার পত্র দ্বারা ১। সুপর্না বাগ, স্বামী কালিপদ বাগ, ২। মিনতি দাস, স্বামী সুকুমার দাস, ৩। ঝর্না সাঁতরা, স্বামী সুভাষ সাঁতরা, ৪। সনৎ বাগ, পিতা দেবেন বাগ, মহাশয়/ মহাশয়া গনের নিকট হইতে কোনা (জে.এল. নং.-১০৭) মৌজায় হাল ৮১৬৮, ৫৫৭, ৯০৮৪, ৯০৮৫ নং. খতিয়ানে সাবেক ১৪৩১ ও ১৪৩২ নং. হাল ১৪৭৩ ও ১৪৭৪ নং. দাগে মোট ১০ (দশ) কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

### আমমোক্তারনামা

আমি শ্রীমতি অর্চনা পাল, স্বামী-তাপস পাল, সাং-B-12/41(S) কল্যানী, নদীয়া বিগত ইং ০৭.০৮.২৩ তারিখে কল্যানী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বাহির ১৩০৩-২০২৩ ভলুমের ১০৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী গৌতম কুন্ডু, পিতা-অনিল কুন্ডু সাং ৫ নীল মাধব সেন লেন, জোড়াসাঁকো কলকাতা, মহাশয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হই। আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল মৌজা বীরপাড়া J.L No 52, L.R খতিয়ান ১৪৪১ L.R ৫৬৬ নং দাগের ০৪ শতক জমি হইতেছে। উপরিক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোনরুপ আইনানুগ অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন। অন্যাথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি-
সোমনাথ মন্ডল, পিতা-পঙ্খী মন্ডল, সাং B-14/289 কল্যানী, নদীয়া

### বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া, ২। উত্তম কোলে, পিতা নবকুমার কোলে, গত ইং. ০১/ ০৬/ ২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং.-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং.-৭৪২৩ হইতে ৭৪৩৮, বিয়িং নং. ০৫০২১৪৩২৭ নং. আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা কালিপদ বাগ পিতা সুখেন বাগ কোনা মৌজায় হাল ১৫৮৪/১ নং. খতিয়ানে সাবেক ১৪৩১ হাল ১৪৭৩ দাগে ১ কাঠা শালি জমি ও সাবেক ১৪৩২ হাল ১৪৭৪ নং. দাগে ১ কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

### E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chanderghat, Nadia. **NIET No- 10/15th CFC FUND of CGP of 2024-25.** visit **www.wbtenders.gov.in** NIT No. 09/15th FC FUND/24-25. Last date of submission accordingly **23.09.24 up to 6p.m & 4p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,**
**Chanderghat Gram Panchayat.**

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধানকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবনাথ স্বামী- শ্রী সুশান্তিময়ী দেবনাথ, পিতা মদন মহন দেবনাথ এর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী নিখিলরঞ্জন হাতি পিতা করুনাসিন্দু হাতি মহাশয়কে বালিয়া মৌজার দাগ নং আর.এস- ১০৩, ১০৯ এবং ১০৬ হাল দাগ নং- ৪০ এর মধ্যে ২৯-১০-২০১৮ তারিখে ২৫১ নং আমমোক্তা অনুসারে বিক্রি করার অনুমতি দেয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কারোর কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারোও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

**Tarakeshwar Chatterjee**
**Advocate**
**Midnapore Judge Court**
**Reg No: F-1190/591/2005**
**M- 9733806771**

### ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**মহম্মদ সেলিম** পিতা মহম্মদ কামরুদ্দিন সাকিম পূর্ব বালিহাট্টা, পাণ্ডুয়া, হুগলী, ৭১২১৪৯ বিগত ইং 21/07/2017 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1851/2017 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে ( **ভোলা রুইদাস** পিতা রামদেও রুইদাস সাকিম বেনেপাড়া, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 17/07/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3670/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রুহুল ইসলাম** পিতা সহিদুল ইসলাম সাকিম ও পোঃ পাণ্ডুয়া, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় করি। **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পাণ্ডুয়া, জে.এল. 108, হাল 10341, 10345 ও 10402 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 3501 দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় 25 শতক মধ্যে আমমোক্তারকৃত ও বিক্রয়কৃত সম্পত্তি 07.438 শতক বা 4.50 কাঠা হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **রুহুল ইসলাম** পিতা সহিদুল ইসলাম, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- ভোলা রুইদাস (আমমোক্তার)

### NOTICE

**Power of Attorney**

**(i) Champa Bandyopadhyay**, w/o Debabrata Bandyopadhyay, of Rani Bihar Appt., 16 Rani Branch Road, Block-B, Flat No. J, Paikpara, Cossipore, Kol-02 **(ii) Shyamapada Mukherji**, s/o Lt. Tarapada Mukherji, of 76/B B.T. Road, Tala, Cossipore, Kol-02, **(iii) Durga Chatterjee**, w/o Saila Sundar Chatterjee of Fartabad, Amtala, Sonarpur, Garia, Kol-84, **(iv) Parbati Chakraborty**, w/o Lt. Pranabesh Chakraborty, of 18/5, J.C. Bose Road, Subhash Pally, Siliguri, Darjeeling, **(v) Bratati Mukherji**, d/o Lt. Tarapada Mukherji, of 4 Jagabandhu Modak Road, Hatkhola, Shyampukur, Kolk-05, **(vi) Shaktipada Mukherji**, s/o Lt. Tarapada Mukherji of 4 Jagabandhu Modak Road, Hatkhola, Shyampukur, Kolk-05, **(vii) Indra Banerjee**, w/o Lt. Uday Banerjee, of 23/B Akshay Kr. Mukherjee Road, Baranagar, Noapara, Kol-90, **(viii) Chandra Mukhopadhyay**, d/o Lt. Tarapada Mukherji, of 4 Jagabandhu Modak Road, Hatkhola, Shyampukur, Kol-05, **(ix) Jayanti Basu**, w/o Debapriya Basu, of Chirag Appt. Italgachha Road, Dumdum, Kol-28, **(x) Siddhartha Mukhopadhyay**, s/o Lt. Tarapada Mukherji, of Hatkhola, Shyampukur, Kol- 05, **(xi) Bivash Banerjee**, s/o Lt. Pravas Kr. Banerjee, of Mukherjee para lane, Dhakuriya, Kasba, Kol-31, All (i) to (xi) appointed my client namely **Sankaripada Mukhopadhyay**, s/o Lt Tarapada Mukherji, of 4 Jagabandhu Modak Road, Hatkhola, Shyampukur, Kol-05, as their Lawful Attorney **(General Power of Attorney Deed No. 160604244/2021 and Deed No. 160605345/2021)** for schedule mentioned land and my client being the Attorney will sell the same land.

**SCHEDULE**

Dist.- Hooghly, P.S.- Dadpur, Mouza- Ganeshpur, J.L. No.- 88, area 16 decimal Suna in L.R. Dag No. 268, and 1.39 acre Pukur in L.R. Dag No. 494, and 82 decimal Shali in L.R. Dag No. 643, and 16 decimal in L.R. Dag No. 659. It is hereby inform to all that if anybody have any legal objection or right over that schedule land then he/she requested to take necessary steps within next 15 days.

**Subhashis Debsarma**
**(Advocate)**
Dist. Judges' Court, Hooghly.

# মত্ত পুলিশ ও সিভিকদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডিউটির সময় মত্ত অবস্থায় থাকলে পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনোজ ভার্মা এই মর্মে এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। পুলিশ কর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি হোমগার্ড, এনভিএফ এমনকী পুলিশের গাড়ির চালকরাও যাতে মত্ত অবস্থায় ডিউটি না করেন, তা বিভাগীয় প্রধানদের নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। জিআরপির ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ বলবৎ হবে একই নির্দেশ। সাম্প্রতিক কালে মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করার বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে বলে ওই নির্দেশিকায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এতে জনমানসে পুলিশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয়েছে হয়েছে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও কর্মী মত্ত অবস্থায় ডিউটি না করে বিভাগীয় প্রধানদের তা নিশ্চিত করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কোনও অন-ডিউটি কর্মীকে মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে বলে সমস্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, রেল পুলিশের কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত খারাপ ব্যবহার, মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করা-সহ একাধিক অভিযোগে কলকাতা পুলিশের ১৯ জন কর্মীকে সম্প্রতি সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।




*বৃহস্পতিবার রেলওয়ে হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর মান সিং, বি আর সিং হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন। নতুন ফিমেল কার্ডিওলজি ওয়ার্ড এবং ডিএনবি (ডিপ্লোমেট অফ ন্যাশনাল বোর্ড) পরীক্ষার সেল উদ্বোধন করেন তিনি।*

# আরও দুই জোড়া বন্দে ভারত পেতে চলেছে হাওড়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাজেট অধিবেশনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইন্টার সিটি বন্দে ভারত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানাল ভারতীয় রেল। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে দ্রুত যাতায়াতের জন্য ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য সব সময় রেল তৎপর রয়েছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ট্রেন পরিষেবার দেওয়ার মাধ্যমে যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত মানের করার জন্য ভারতীয় রেল বদ্ধপরিকর। আর এই সুবিধাকে আরো বাড়াতে চালু হতে চলেছে ইন্টার স্টেট বন্দে ভারত পরিষেবা। রেল সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহ থেকে আগামী সপ্তাহের মধ্যে হাওড়া আরো দুই জোড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেতে চলেছে। যার মধ্যে রয়েছে ২২৩০৩ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত ও ২২৩০৪ গয়া-হাওড়া বন্দে ভারত। ট্রেনটি তার যাত্রাপথে হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ, পরেশনাথ, কোডার্মা হয়ে গয়া স্টেশনে থামবে। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ভোর ৬ টা ৫ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে গয়া পৌঁছাবে। ফের ট্রেনটি গয়া থেকে বিকেল ৩ টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে রাত ১১ টা ৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বাদে অন্য ছয়দিন এই রুটে পরিষেবা চালু থাকবে। এই রুটের বন্দে ভারত ট্রেনটিতে ১৬ টি কামরা থাকবে । আরেকটি বন্দেভারত ২২৩০৯ /২২৩১০ হাওড়া, শান্তিনিকেতনে, রামপুরহাট, দুমকা, ননিহাট, হাঁসদিয়া মন্দারহিল, বরাহাট হয়ে ভাগলপুর স্টেশনে দাঁড়াবে। ২২৩০৯ হাওড়া থেকে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন ভোর ৭ টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে ও দুপুর ২ টা ৫ মিনিটে ভাগলপুর পৌঁছাবে। ওই দিনই বিকেল ৩ টা ২০ মিনিটে ভাগলপুর থেকে ছেড়ে রাত্রি ১১ টা ১০ মিনিটে হাওড়া এসে পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে ৮ টি কামরা থাকবে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। পরিষেবা শুরুর দিন ও টিকিটের মূল্যে দ্রুতই জনসমক্ষে আনা হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। পূর্ব রেল সূত্রে জানান হয়েছে, দ্রুত রেল মন্ত্রক থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর এই ট্রেনগুলি আরম্ভ করা হবে। যদিও সমস্ত রকম প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

# প্রথম পাবলিক অফার চালু করবে ওয়েস্টার্ন ক্যারিয়ারস লিমিটেড



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুক্রবার 'ওয়েস্টার্ন ক্যারিয়ারস লিমিটেড' (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কোম্পানি তার দরপত্র চালু করবে, এমনটাই জানানো হল সংস্থার তরফে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে ৪,০০০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ইকুয়িটি শেয়ার সংগ্রহ করা এবং ৫,৪০০,০০০ ইক্যুয়িটি শেয়ার সংগ্রহ করা। এই ব্যাপারে আগামী বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর এই নিলাম বা অফার পর্ব শুরু হবে। এই অফারে প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের প্রাইস ব্যান্ড বা দাম থাকছে ১৬৩ টাকা থেকে ১৭২ টাকা। ন্যূনতম ৮৭টি ইক্যুয়িটি শেয়ার এবং তারপরে ৮৭টির গুণিতকে ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য দরপত্র দেওয়া যেতে পারে।

কোম্পানির থেকে এও বলা হয়েছে, নতুন ইস্যু থেকে প্রাপ্ত মূল অর্থ প্রথম দিকে ব্যবহার করা হবে। কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু বকেয়া ঋণের অংশ ১,৬৩৫.০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাণিজ্যিক যানবাহন ক্রয়ের জন্য কোম্পানির মূলধন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা, ৪০ ফুট বিশেষ পাত্র এবং ২০ ফুট স্বাভাবিক শিপিং কন্টেইনার এবং স্ট্যাকার্স ১,৫১৭.১০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত এবং সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্যে (প্রস্তাবের আপত্তি) ভারসাম্য বজায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৭ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

# বৃহস্পতিতে একযোগে তিন জায়গায় ইডির তল্লাশি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর দুর্নীতির তদন্তে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই-র পর এবার জায়গায় জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকেও। ইডি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোরেই আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করতে সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ চন্দন লৌহর বাড়িতে হানা দেয় ইডি। পাশাপাশি কালিন্দী হাউজিং এস্টেটেও হানা দেয় ইডি। দুই জায়গাতেই একযোগে চলে তল্লাশি।

বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ টালা এলাকায় চন্দন লৌহের ফ্ল্যাটে হানা দেয়। ইডি সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, আর্থিক দুর্নীতির তদন্তেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। চন্দন লৌহ আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। আরজি কর হাসপাতালে তাঁর একটি ফুড স্টল রয়েছে। অভিযোগ, বেআইনিভাবে চন্দন লৌহকে এই ফুড স্টলের টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন সন্দীপ। এছাড়া আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতিতেও জড়িত থাকার অভিযোগ চন্দন লৌহর বিরুদ্ধে। এর আগে সিবিআই-ও একাধিকবার চন্দন লৌহকে আরজি করের দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। চন্দন লৌহের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। এবার ইডির হানা।

শুধু চন্দন লৌহ-ই নয়। ইডির হানা চলছে কালিন্দী হাউজিং এস্টেটেও। সেখানে রয়েছে অকটেন মেডিক্যাল-র অফিস। বাড়িটি ভাড়ায় দেওয়া বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। বছর দুই আগে থেকে এই অফিস শুরু হয়। দেবদত্ত চট্টোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তি এই অফিসের মালিক। সার্জিকাল মেশিন সাপ্লাই এর কাজ করে অকটেন মেডিক্যাল। আরজি কর হাসপাতাল এই কোম্পানি থেকে বেশ কিছু মেশিন কিনেছিল, যে মেশিনের দাম বাজার দর থেকে বেশি দামে কেনা হয়েছিল বলে ইডি সূত্রের খবর। অফিসের উল্টো দিকের বাসিন্দার জানাচ্ছেন, অনেক লোকের যাতায়াত ছিল এই অফিসে। রাত বাড়লেই আনাগোনা বাড়ত। রাতে পার্টি চলত ওই বাড়িতে।

এছাড়া চিনার পার্কে সন্দীপ ঘোষের পৈত্রিক বাড়িতেও হানা দেয় ইডির আধিকারিকরা। এই বাড়িতে সন্দীপ ঘোষের বাবা সত্যপ্রিয় ঘোষ থাকতেন। এই বাড়িতেই সিবিআই তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় হাজিরার নোটিস দিয়ে গিয়েছিলেন। এবার আরজিকর দুর্নীতি মামলায় সাতসকালে ইডির তল্লাশি। তবে বাড়ির চাবি না মেলায় দীর্ঘ এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তদন্তকারী আধিকারিকদের। পরবর্তী সময়ে চাবি নিয়ে এসে খুলে বাড়িতে প্রবেশ করেন ইডির আধিকারিকেরা। এই মুহূর্তে সন্দীপ ঘোষের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তথ্যের অনুসন্ধান করছেন ইডির আধিকারিকরা, এমনটাই সূত্রে খবর।

আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরই আঁচ মিলেছিল দুর্নীতির। সরকারি হাসপাতালের ভিতরে দুর্নীতির বাসা ভাঙতেই প্রথমে গ্রেফতার হন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সন্দীপ ঘোষ। দুর্নীতি মামলাতেই সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তাঁর বাড়িতে একাধিকবার হানা দিয়েছে ইডিও। এবার সন্দীপ ঘনিষ্ঠদের জালে তোলার পালা।

# তৃণমূল বিধায়কের নার্সিংহোমে সিবিআই অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সিঁথির মোড় ও চিড়িয়ামোড়ের মাঝে তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের নার্সিংহোমে সিবিআই অভিযান। বৃহস্পতিবার একটি নার্সিংহোমে তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এই সুদীপ্ত রায়। সিবিআই সূত্রে খবর, এই বিধায়ক আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ। ঘটনার দিন সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা হয় সুদীপ্ত রায়ের। সকালে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন সন্দীপ। কল ডিটেলস রেকর্ডের সূত্র ধরে এমনটাই জানতে পেরেছে সিবিআই। সেই সূত্র ধরেই তদন্তে সুদীপ্ত রায়ের বাড়ি ও নার্সিংহোমে যান সিবিআই আধিকারিকরা।

এর পাশাপাশি বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যও হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। সুদীপ্ত রায় এখনও আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন।

আরজি করের একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সবার প্রথম সামনে এনেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার নন মেডিক্যাল আখতার আলি। চিকিৎসক তুরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর তা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আরজি করের দুর্নীতিযোগ। আখতার আলি অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছিলেন, এক প্রভাবশালীর নার্সিংহোমে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হত। হাসপাতালের যাঁরা ভেন্ডার, তাঁদের দিয়ে সেই নার্সিংহোমের কাজ করানো হত। জানা যাচ্ছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার সুদীপ্তের নার্সিংহোমে তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকরা।

## প্রয়াত সংবাদ পাঠিকা ছন্দা সেন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রয়াত আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সোনালি যুগের বিশিষ্ট সংবাদ পাঠিকা ছন্দা সেন। প্রয়াণকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বুধবার রাত দুটো নাগাদ তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

১৯৭৪ সালে আকাশবাণীতে যোগ দেন ছন্দা সেন। ১৯৭৫ থেকে কলকাতা দূরদর্শনে নিয়মিত সংবাদ পাঠ করতেন। ২০০৬-তে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। রেখে গেলেন, স্বামী, কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। বৃহস্পতিবার কিছুক্ষণের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দেহ নিয়ে আসা হয় আকাশবাণী ভবনে। তারপর কেওড়াতলার মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ছন্দা সেনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রসিদ্ধ সংবাদ পাঠিকা ছন্দা সেনের প্রয়াণে আমি মর্মাহত। দূরদর্শনের জন্মলগ্ন থেকে তাঁর অসামান্য সংবাদ পাঠ তাঁকে আপামর বাঙালির কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আমি এই দুঃখের দিনে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যা, সহকর্মী ও অনুরাগীদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।'

## প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের সঙ্গে অপারেশনও করতেন সন্দীপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। এবার তদন্ত আরও এগোতে সামনে এসেছে রীতিমতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালাতেন সরকারি হাসপাতালের এই প্রাক্তন অধ্যক্ষ। শুধু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে ক্ষান্ত দেননি সন্দীপ ঘোষ, তদন্তে উঠে আসছে আরও বড় অভিযোগ! সঙ্গে প্রাইভেটে অপারেশনও করতেন তিনি। আর সেখান থেকে বিপুল টাকা আসত এই সরকারি চিকিৎসক তথা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে, এমনটাই অনুমান সিবিআই এর তদন্তকারী দলের। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সন্দীপ ঘোষের প্রাইভেট প্র্যাকটিস মূলত চলত একাধিক মফস্বল শহর জুড়ে। আর তারও বিভিন্ন জায়গায় ছিল বিভিন্ন রেট। প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০, এমনকি ২০০০ টাকা পর্যন্ত রেট ছিল সন্দীপের। ফলে এটা খুব স্পষ্ট যে, এইসব প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকে বিপুল টাকা আসত সন্দীপ ঘোষের কাছে। আর তাতেই নাকি ক্রমশ ফুলেফেঁপে ওঠে সন্দীপ ঘোষের সম্পত্তি। অন্তত তেমনটাই ইঙ্গিত সিবিআই তদন্তে। শুধু তা নয়, রোগী কোথায় প্রাইভেটে দেখাচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে টাকা নিতেন সন্দীপ ঘোষ।

# ভাটপাড়ায় ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান দু'নম্বর জুটমিল লাইনের একটি পরিত্যক্ত ঘরে ব্যাগ ভর্তি বোমার হদিশ মেলে। বুধবার রাত থেকেই ঘরটিকে পাহারা দিয়ে রাখে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। স্বভাবতই ঘিঞ্জি এলাকায় বোমা মজুত রাখার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বেলার দিকে সিআইডি-র বোম্ব স্কোয়াড ১০টি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। জনবহুল কলাবাগান লাইন এলাকায় বোমা মজুতের ঘটনা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'দিনকে দিন বাংলার পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না করলে পশ্চিমবাংলা আগামীদিনে বাংলাদেশে পরিণত হবে।' তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে পুলিশ পুরোপুরি গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, তিনসুতিয়া লাইন থেকে শুরু করে আঙলো ইন্ডিয়া ও জেজেআই জুটমিলের ফাঁকা ঘরগুলো দুষ্কৃতীদের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। ওই ঘরগুলোতে অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে। ওখানে বোমা তৈরি করা হচ্ছে। আর বানানো সেই বোমা অন্যত্র জোগান দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ আগস্ট সকালে কলাবাগান মোড়ের সন্নিকটে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর যারা হামলা করেছিল। তাঁরাই ওখানে বোমা মজুত করে রেখেছিল।' তাঁর অভিযোগ, প্রিয়াঙ্গুর ওপর হামলায় ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীরদের পুলিশ পাকড়াও না করে চুনোপুঁটিদের ধরেছে।

## নির্যাতিতার চোয়ালে কামড়ের দাগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আবারও ফরেন্সিক পরীক্ষা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি করের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। আর এবার তদন্তকারী আধিকারিকরা নিশ্চিত হতে চাইছেন, নির্যাতিতার চোয়ালে কামড়ের দাগ অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রের কি না। সেই কারণে আবারও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠাল সিবিআই। এর আগে সিএফএসএল বিশেষজ্ঞদের মত ছিল, কামড়ের দাগ অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রের। এদিকে এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট নন সিবিআই আধিকারিকরা। এরপর বুধবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সির আধিকারিকরা পৌঁছন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক সেখানে কাটান। সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে অভিযুক্তের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করেন গোয়েন্দারা। পাশাপাশি তাঁর দাঁতের গঠনের ছবি সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত, যেদিন সেমিনার হল থেকে নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই দিন তাঁর ডানদিকের চোয়ালে কালশিটে দাগ মিলেছিল বলে খবর। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বিষয়টিকে বাইট মার্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ফলত, ওই চোয়ালের এই দাগ ধৃতের থেকেই তৈরি হয়েছিল কি না তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। যদিও, সিএফএসএল-এর রিপোর্টে এই দাগটি সঞ্জয়ের থেকেই তৈরি হওয়া বলেই উল্লেখ করা হয়।

## জুনিয়র চিকিৎসকদের কর্মবিরতি চালানো নিয়ে প্রশ্ন কুণালের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** স্বাস্থ্য নিয়ে জটিলতা অব্যহত। এদিকে দুয়ারে পুজো। পুজো ও চিকিৎসকদের অবস্থান নিয়ে কী ভাবছে তৃণমূল তা নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। তাঁর কথায়, 'আমরা বারবার অনুরোধ করছি জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফিরতে। সুপ্রিম কোর্ট-এরও সেই এক-ই বক্তব্য। জুনিয়র চিকিৎসকদের অবিলম্বে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যোগ দেওয়া উচিত।' জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশে দলের তরফে কুণালের প্রশ্ন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই, মাথার উপর রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আপনারা এবার কর্মবিরতি তুলুন। আদৌ কি এটা যথাযথ হচ্ছে? প্রধান বিচারপতি কাজে যোগ দিতে বলেছিলেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য খোলা মনে আলোচনার কথা বলেছেন। কিন্তু আপনারা আগে থেকে শর্ত চাপিয়ে আলোচনার রাস্তা বন্ধ করতে চাইছেন। আপনারা কি চাইছেন? সমস্যা থাকুক না সমস্যা মিটুক?'

আরজি করে চিকিৎসক-পড়ুয়া ধর্ষণ ও খুনের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছে গোটা কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ। দিকে দিকে রব উঠেছে, 'উৎসবে ফিরতে চাই না'। এর পরিপ্রেক্ষিতে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ন্যায় বিচার আমরা সবাই চাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। এবার আওয়াজ উঠেছে পুজো করবেন না বলে। মাথায় রাখবেন, উৎসব মানে খালি নাচানাচি নয়। গরিব মানুষের হাতে রোজগার তুলে দেওয়াটাও উৎসব। তাই জাস্টিসের পাশাপাশি পুজো-ও চাই। রাজনীতি জড়িয়ে দরিদ্রের রোজগার বন্ধ করা যাবে না। তাঁদের বঞ্চিত করা যাবে না। সবার সব চলবে আর পুজো ছোটো হবে? সেটা হবে না। শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। অনেকে বলছেন, পুজো ছোট করে হোক। তাঁরাই আবার তাঁদের সিনেমা-নাটকের প্রচারের কথা বলছেন। প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন আর সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি পালন করছেন।'

এদিকে বৃহস্পতিবার তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি ও হাসপাতালেও পৌঁছে যায় সিবিআই। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, 'রেইড হচ্ছে, ভালো তো। কেউ দোষ করে থাকলে তদন্ত হোক। অভিযোগের ভিত্তি থাকলে আইন আইনের পথে ব্যবস্থা নেবে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করে নির্দিষ্ট কিছু তো এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এই ব্যাপারটা ডাক্তার ও তার আইনজীবীরা বলতে পারবেন। নাকের বদলে নরুণ যেন না হয়।'

## পূর্ত দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্ত দফতরের কাজে অসন্তুষ্ট প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করতে দেখা গেল, 'হাইকোর্টের একটা শৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, আর আমাদের বিশ্বাস করতে হবে তারা মর্ডানাইজ সোসাইটি করবে? যেদিন প্রথম এই হাইকোর্টে এসেছিলাম তখন থেকে এই কাজ পড়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি না পিডব্লুডি আদৌ এই কাজ করতে পারবে।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'শুধু কলকাতা হাইকোর্টেই নয় শিলিগুড়িতেও একই অবস্থা। কোনও কিছু নির্দেশ দিলেই অজুহাত, মেগা প্রজেক্ট তাই প্রশাসনের অনুমতি লাগবে।'

এদিকে হাওড়ার জগাছা এলাকায় ১৫ বছর ধরে জল জমে। গত ২৩ ডিসেম্বর ওই এলাকা পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা পড়ে। যেখানে উল্লেখ ছিল, কোনও জল জমা নেই। জনস্বার্থ মামলায় সেই রিপোর্ট দেখেই বিরক্ত আদালত। এই প্রসঙ্গ ধরেই প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'একটা শৌচালয় করতে পারে না যে দফতর, সে জমি অধিগ্রহণ, দমকলের অনুমতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করবে এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। দায়িত্বহীন মন্তব্য করছেন। একটা ছোট কাজ করলেও আদালতের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।' এদিন শুনানির শেষে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, 'জেলাশাসক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। ৬০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। জেলা শাসককে জানাতে হবে কোন দফতর এই কাজ করতে সক্ষম।'

## পুজোর বাজারের ভিড় সামাল দিতে শনি ও রবিতে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুজোর আগে যাত্রীদের সুখবর শোনালেন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর আগে কেনাকাটার ভিড় সামাল দিতে শনি এবং রবিবার ছুটির দিনেও চলবে অতিরিক্ত মেট্রো। তবে দিনের প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে। তবে ওই দু'দিন দু'টি মেট্রোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমছে। আসন্ন পুজোর আগে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রচণ্ড ভিড়ের প্রেক্ষিতে, মেট্রো রেলওয়ে শনিবার অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২৩৪টি মেট্রোর পরিবর্তে ২৬২টি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তী দুটি শনিবার অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর এবং ৫ অক্টোবর ২৩৪টির পরিবর্তে ২৮৮টি মেট্রো পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, রবিবার অর্থাৎ ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ৬ অক্টোবর পুজোর আগে ১৩০টির পরিবর্তে ১৯৬টি মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। ভোর ৬ টা ৫০ শে দমদম থেকে কবি সুভাষ। একই সময়ে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর প্রথম পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকছে। রাত ৯টা ২৮ এ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ ও সাড়ে ৯টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মেট্রোর সময় অপরিবর্তিত থাকছে। মেট্রোর প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা কৌশিক মিত্র জানান, গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের মেট্রো পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

## সোশ্যাল মাধ্যমে বামেদের বিদ্ধ করে বিপাকে পাটুলি থানার ওসি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বঙ্গ রাজনীতিতে বামেদের অবস্থান নিয়ে বিদ্ধ করলেন এক সরকারি আধিকারিক। বামেরা শূন্য, এই কথা রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়ই ব্যবহার করলেও এমন কথা উর্দি পরা এক পুলিশ বলবেন এমনটা অচিন্তনীয়। সূত্রে খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় বামেদের নিশানা করে এমনই বিতর্কিত পোস্ট করা হয়েছে। আর এই পোস্ট করেছেন পাটুলি থানার ওসি। অন্তত এমনটাই দাবি সিপিএমের। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, কোনও পুলিশ আধিকারিক কী রাজনৈতিক দলকে উদ্দেশ্য করে এমন মন্তব্য করতে পারেন? সূত্রে খবর, নিজের ফেসবুকে পোস্ট করে পাটুলি থানার ওসি তীর্থঙ্কর দে লিখেছেন, 'একটা কথা ছিল কমরেড, তোরা দিন রাত যাই জাগিস না কেন, শূন্য ছিলিস, শূন্যই থাকবি।' এই ঘটনার পর ওই ওসিকে সতর্ক করেছে লালবাজার। একজন পুলিশ আধিকারিক এধরনের পোস্ট করতে পারেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। শুধু তাই নয়, ওই ওসির বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসেডিংস-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিগত এক সপ্তাহ ধরে একাধিক ঘটনা ঘটেছে পাটুলিতে। দু'দিন আগে বামপন্থীদের সঙ্গে পাটুলি থানার আধিকারিকদের হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর থেকেই পাটুলি থানার ওসির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কি তীর্থঙ্কর অতি সক্রিয় হয়ে উঠলেন কিনা তার সদুত্তর মেলেনি।

এদিকে, এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বামেরা। সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য ওসির পোস্টটিকে সমাজ মাধ্যমে রিপোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটের সময়েও তৃণমূলের ভোট লুঠে, গুণ্ডামিতে ষড়যন্ত্রকারী, বামপন্থী কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা ও অকথ্য অত্যাচারের পাণ্ডা। এই ধরনের লোকেরাই সন্দীপ ঘোষদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।'

# কারিগরি ভবনের সামনে ধর্নায় সম্মতি আদালতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'সারা রাজ্যে জুড়ে মিছিল আর ধর্না। বুঝতে পারছি আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে এইগুলো হচ্ছে। তাই কোর্টও অনুমতি দিচ্ছে।' বৃহস্পতিবার একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজকে।

নৈহাটিতে আরজিকর ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি দেওয়ার পর নিউটাউনে কারিগরি ভবনের সামনে ধর্নার অনুমতির মামলায় এই মন্তব্য বিচারপতির। আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, 'আরজি করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল, ধর্না হচ্ছে। কিন্তু এখানে কারণ অন্য। আর এটা অন্য ইস্যু।'

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিউটাউনের ওই এলাকা একেবারে ফাঁকা। ফলে সময় বেঁধে অনুমতি দেওয়া যায়। ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে তিন ঘণ্টার জন্য কারিগরি ভবনের সামনে নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য ধর্নায় বসবেন মামলাকারীরা। ধর্না অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে আদালত তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে আন্দোলন। স্বাস্থ্যভবনের সামনে দু'দিনেরও বেশি সময় ধরে ধর্নায় রয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বিভিন্ন জেলায়, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্নায় বসছে নাগরিক সমাজ। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের সুর সপ্তমে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই মামলায় কোনও ফয়সালা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কারিগরি ভবনের সামনে ধর্নায় অনুমতি দিলেন বিচারপতি।

## বেসরকারি হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে 'হুমকি'

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিচার চেয়ে যখন উত্তাল রাজ্য তখনই বাইপাসের ধারে অবস্থিত নামজাদা বেসরকারি এক হাসপাতালে আবারও মহিলা চিকিৎসককে হুমকির অভিযোগ। আইসিইউ-র সামনে তাঁকে ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সূত্রে খবর, রোগীর পরিবারের সদস্য হুমকি দেন, 'আরজি করের মতো ঘটনা ঘটানো হবে।' ঘটনায় গ্রেপ্তার রোগীর পরিবারের এক সদস্য। বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই মহিলা চিকিৎসক রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ডিউটি করছিলেন। অভিযোগ, আইসিইউ-র সামনে তাঁকে অভিযুক্ত হিন্দিতে বলে, 'ইহা পে আরজি কর হো জায়েগা' যার বাংলা তর্জমা দাঁড়ায়, 'আরজি করের মতো ঘটনা ঘটানো হবে।' এরপরই ওই হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কর্তৃপক্ষের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, প্রথমে পুলিশকে জানানো হলে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেয়নি পুলিশ।

## সম্পাদকীয়

### মানুষ বড় অসহায় — আন্দোলন ও চিকিৎসা একসাথেই চলুক

সঙ্কটকালে জুনিয়র ডাক্তাররা যে অভূতপূর্ব প্রতিবাদে ইতিহাস তৈরি করছেন, তাতে সমর্থন জোগাতেই নাগরিকরা যথাসাধ্য সর্ব প্রকার সহযোগ করে চলেছেন। আর জি কর ঘটনা এমন এক ব্যথা বা আতঙ্ক তৈরি করে তুলেছে জনমনে, যার ফলে প্রতিবাদ-আন্দোলনকে ঘিরে এই বৃহত্তর সহযোগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ঐতিহাসিক ক্ষণে এই কথাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে তার সঙ্গে স্বভাবতই বেড়ে যায় আন্দোলনের দায়টিও। যে দায়বদ্ধতার প্রকাশ এই আন্দোলনে, তাতে মানুষের স্বার্থবিরোধী হলে তার চলবে না, এই বোধ আন্দোলনের ভিতর থেকেই জাগ্রত হওয়ার কথা। জাগ্রত হচ্ছে কি? এক দিকে জুনিয়র ডাক্তাররা অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত, কোনটি ঠিক পথ তাই ভেবে। সংবাদ বলছে, তাঁদের কেউ কেউ কর্মবিরতিতে দাঁড়ি টানতে চান। তাঁদের এক বড় অংশ মনে করেন, অভয়া ক্লিনিক নানা পথে-রাজপথে চিকিৎসা ছড়িয়ে দিতে পারবে। তবে কিনা, তাঁরা নিজেরাও জানেন, এ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, বিশেষ করে অস্ত্রোপচার বা গুরুতর অসুখের ক্ষেত্রে এ ভাবে পরিষেবা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। স্বাস্থ্যসাথীর বিষয়টিও ভাবতে হবে বইকি। অন্য দিকে, পুরসভা থেকে কিছু সরকারি হাসপাতালে রোগীদের সহায়তা করার জন্য হেল্প ডেস্ক চালু করা হলে ডাক্তারদেরই প্রবল বাধায় তা তুলে নিতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। রোগীদের তাঁরা নিজেরাই দেখবেন, এই দাবি শোনা গিয়েছে। দাবির সঙ্গে মানানসই পদক্ষেপও দেখা যাবে এ বার, আশা রইল। চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতেই হবে, শীর্ষ আদালত আগেই তা জানিয়েছে। প্রতিবাদ-আন্দোলনের থেকে সেই কাজটি কম গুরুতর নয়। বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকে যে যুক্তিই ভেসে আসুক না কেন, আন্দোলনের পাশে চিকিৎসা সঙ্কট সামলাতে কর্মবিরতির বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হওয়া জরুরি।

### শব্দবাণ-৪৩

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | | ২ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ৩ | | ৪ | ■ | ৫ | | ৬ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৭ | | | ■ | ৮ | ৯ | |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ১০ | | | | | ■ |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ৩. আগুন ৫. গর্ব, জাঁক ৭. ধোপা ৮. আসল নয় ১০. নিশ্চয়তা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. নিপুণ, পটু ২. সেইজন্য ৩. সভা, মজলিশ, বৈঠক ৪. দীর্ঘসূত্রতা ৬. এক শিকারি পাখি ৯. চিনির তৈরি সাদা ফাঁপা গোলাকৃতি মিষ্টান্ন।

**সমাধান: শব্দবাণ-৪২**

**পাশাপাশি:** ১. অভিসার ৩. বসন্ত ৪. কেশব ৬. খগোল ৯. তাসের ১০. লকআপ।

**উপর-নীচ:** ১. অন্তর ২. রমেশ ৩. বহ্নিসখ ৫. রবিবার ৭. গোপাল ৮. প্রতাপ।

### জন্মদিন

#### আজকের দিন

সৈয়দ মুজতবা আলি

১৯০৪ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

# স্বাস্থ্য-শিক্ষায় তুঘলকিরাজ

**নিকুঞ্জ বিহারী ঘোড়াই**

সাম্প্রতিক আরজি কর মেডিক্যালে নৃশংস ঘটনার প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা জানা প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোল। প্রাক্তন শিক্ষমন্ত্রী সহ শিক্ষাদপ্তরের তাবড় কর্তারা অর্থাৎ প্রায় পুরো 'শিক্ষাদপ্তর' আর্থিক দুর্নীতির জন্য জেল খাটছেন। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশিত স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি বাইরে এলে এমন চার পাঁচটা নিয়োগ দুর্নীতি চাপা পড়ে যাবে। এর প্রত্যেক হাতেনাতে এক প্রমান দেখা যাচ্ছে যে, একজন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কোটি কোটি টাকার বেআইনি প্রাসাদোপম বাংলো, বাগানবাড়ি, ফ্ল্যাট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। যে প্রিন্সিপালের 'পদত্যাগের' পরে মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি কলকাতারই নামকরা এক মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালকে সরিয়ে তাঁকে সেখানে বদলি তথা পুরস্কৃত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় চিকিৎসকদের অত্যন্ত প্রিয় ওই প্রিন্সিপাল ঘটনার মাত্র দিন পনের পরে অবসর গ্রহণ করেছেন। 'পদত্যাগী' প্রিন্সিপালকে বদলি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, না হলে উনি খাবেন কি? বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে। উচ্চ আদালতের রায়ে একজন দাগি অপরাধীকে 'বাঁচাতে' (?) মাত্র দিন পনের চাকুরী আছে এমন একজন নিরপরাধ প্রবীণতম প্রিন্সিপালের তাৎক্ষনিক 'অপসারণ'?

স্বাস্থ্যদপ্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি ফাঁসের এক ঘটনা কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে শিরোনামে এসেছিলো। ওই সংবাদ অনুযায়ী রাজ্য শাসকদলের ছাত্র নেতাদের এমবিবিএস পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখার নির্দেশ থাকত। সম্প্রতি রাজ্য শাসকদলের 'অপসারিত' এক মুখপাত্রও সংবাদ মাধ্যমেই প্রকাশ্যে বলেছেন কিভাবে আরজি কর মেডিক্যালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রি, পাশ, ফেল, নম্বর বাড়ানো ইত্যাদি অপকর্ম হয়, এমনকি ওই কলেজেই তাঁর চিকিৎসক পড়ুয়া মেয়েও একই দুষ্কর্মের শিকার।

সদ্য অনুষ্ঠিত শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে স্বাস্থ্যদপ্তরের এক কলঙ্কের কথা এখন সংবাদমাধ্যমে নুতন করে প্রকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে চিকিৎসক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদেরও শাসকদলের ছাত্রনেতাদের নিয়মিত 'ঘুষ' দিতে হয়, নাহলে প্রত্যন্ত জায়গায় বদলি করে দেওয়া হয়, এমনকি সেখানে হয়তো চিকিৎসা সংক্রান্ত তাঁর নিজের বিভাগই নেই। এমনকি ভুয়ো অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। 'ছাত্রের' কাছে পদানত হয়ে থাকতে হয় প্রথিতযশা সরকারি চিকিৎসকদেরও। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে এবং হাতেনাতে ধরা পড়ায় কয়েকজন চিকিৎসক ছাত্রনেতাকে লোকদেখানো 'সাসপেন্ড' করা হয়েছে। ধন্য রাজ্য সরকার আয়োজিত 'শিক্ষক দিবস' পালন (এ বছর অবশ্য সাময়িকভাবে যা স্থগিত রাখা হয়েছে) যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকের 'পদলেহন' করে প্রাপ্ত তথাকথিত 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার প্রদান একপ্রকার প্রহসন।

সংবাদে প্রকাশ, সামান্য ঠিকাকর্মীও টাকা তোলেন রুগী ভর্তি করতে (কাগজে কলমে দু টাকার টিকিটে বিনা পয়সার চিকিৎসা ব্যবস্থায়), যে টাকার ভাগ স্বাস্থ্যদপ্তর হয়ে শাসকের সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। অনেকেই তা জানলেও 'ভয়ে' প্রতিবাদ করেন না। সংবাদে আরো প্রকাশ, টাকা নিয়ে পাশ করানো, নম্বর বাড়ানো, টেন্ডার ছাড়া ওষুধ কেনা ইত্যাদি আর্থিক কেলেঙ্কারি বছরের পর বছর চলছে বিনা বাধায়। একজন মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের বেআইনি বিপুল সম্পদ 'আবিষ্কার' তার জলজ্যান্ত প্রমান।

অনেকের স্মরণে আছে, ২০১১ সালের ২০ মে ক্ষমতায় আসার কয়েকদিন পরে ২৬ মে তারিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ নিউরোসার্জান ডাঃ শ্যামাপদ গরাই মহাশয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'ধৃষ্টতা'র ফল মিলতে দেরি হয়নি। শোকজ না করে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তিনি সাসপেন্ড হয়ে যান। এমনকি তাঁর রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করতে তৎপর হয় রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। 'উদ্ধত' ডাক্তারের প্রাকটিসও বন্ধের চেষ্টা করা হয়।

আরজি কর-এর পড়ুয়া চিকিৎসক 'অভয়া' 'শহীদ' হয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের অসংখ্য অনিয়মকে মানুষের সামনে বেআব্রু করে দিয়েছেন। মানুষ এখন জাগছেন, কৈফিয়ত চাইছেন। তাই এত আলোড়ন, নারীদের 'রাত দখল' রাজ্য তথা দেশজুড়ে, যেখানে সামিল সমাজের সকলস্তরের মানুষের সাথে আপামর সাধারণ মানুষও। লজ্জার বিষয়, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে প্রতীকী শিরদাঁড়া সামনে রেখে তাঁরই পদত্যাগ দাবি করে ডেপুটেশন দেন জুনিয়র চিকিৎসকগণ।

রাজ্যবাসী ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে 'রাত দখল' এর মতো সরকারি মেডিক্যালের ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্মরত অবস্থায় 'অভয়া'র নৃশংস খুন ও সরকারি মদতে দ্রুত দেহ সৎকার ও বিশেষজ্ঞ দিয়ে তথ্যপ্রমান লোপাটের প্রতিবাদে 'অভয়া'র 'শহীদ' হওয়ার দিন প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্ত 'শহীদ দিবস' পালন করে চিকিৎসা পরিষেবায় শৃঙ্খলা ও সততা নিয়ে আসবার অঙ্গীকার গ্রহণ প্রয়োজন। এ শহীদ দিবস গদি দখলের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় পুলিশের বাধা জোর করে ভেঙে তথাকথিত 'শহীদ দিবস' নয়।

# অকেজো মুঠোফোন আর অপ্রশিক্ষিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কথা

**শুভজিৎ বসাক**

পড়াশুনা ভীষণ প্রয়োজনীয় এক অনুভব কারণ সে মানুষ হয়ে ওঠা আর শুধু গতানুগতিক মানুষ হয়ে জন্মানোর মধ্যে দেওয়ালটা চেনাতে সাহায্য করে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্বের দরবারে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে কিছু ভদ্র পোশাকধারী ধর্ষকের জন্য, এবারে ভারত আবার লাঞ্ছিত হল স্বয়ং শৈব জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালেশ্বরের শহর উজ্জয়িনীর কর্মকান্ডে। প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলা কাগজকুড়ানিকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মাদক খাইয়ে তাকে ধর্ষণ করে এক যুবক। ধর্ষণের সময়ে ওই স্থানে উপস্থিত কেউ বাধা না দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করে। পরে সেই ভিডিও ভাইরাল হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঘটনাটি কতটা যতটা না আতঙ্কের তার থেকেও বেশি লজ্জা দিচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ডের ওপরে অর্থাৎ কোন কাজে প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে সচল করানো প্রয়োজন সেটাই সম্ভবত ভুলে বসেছে।

বিকৃত যৌন নির্যাতন সেই পর্যায়ভুক্ত যেখানে শুধুই ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখের পরিতৃপ্তি ঘটে। সেটা যে মানসিক বিকারের পর্যায়ভুক্ত সেটা বোঝার ক্ষমতাও ধর্ষকের নেই কারণ তার কাছে সুখের পরিতৃপ্তিই শেষ কথা। ওরা এটাই জানে বেঁচে থাকতে গেলে অর্থের প্রয়োজন আর সেই অর্থ কামাতে প্রচুর উদ্যম লাগে। সারাদিন খাটাখাটনি করে এসে যে অবসাদ ঘিরে ধরে তার মুক্তি রয়েছে মদ্যপান করে নিজেকে একদম হাল্কা অনুভব করা আর সাথে যৌনতার মাধ্যমে শ্রান্তি দূর করে আবার নতুন করে পরদিন শুরু করা। মাঝে ক্ষিদে পেলে খাওয়া আর মলত্যাগ তো আছেই। এর বাইরে কিছু ভাবা তাদের কাজ নয়। সমাজে এভাবেই দু'ধরনের শ্রেণী তৈরি হয়েছে, এক উপরোক্ত আলোচিত শুধুই মানুষ হয়ে জন্মানো একটা গতানুগতিক শ্রেণী আর একটা শ্রেণী যে মানুষ হয়ে উঠতে হবে এটাই ভেবে সমস্ত উদ্ভ্রান্ত ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটা মানুষের মধ্যেই যে মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন থাকে তাকে চিনতে শেখায়।

সম্প্রতি উজ্জয়িনীতে যে ঘটনা ঘটেছে এবং মানুষ তার ছবি তুলতে ব্যস্ত না থেকে সেটা চেষ্টা করলে কিন্তু একজোট হয়ে থামাতে পারত কিন্তু তা হয়নি। যার কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞদের মতামত, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষ আজ অল্প বয়স থেকেই অর্থোপার্জন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এরফলে নূন্যতম বাস্তবিক বোধ বড্ড সংক্ষেপিত হয়ে পড়ছে, মানসিক বিকাশের রাস্তাও অবরুদ্ধ হচ্ছে যার সাথে স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া যুক্ত যা ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ছে। এতে মাথাপিছু বার্ষিক আয় শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার সাথে এর কোনো সমীকরণ নেই। প্রমাণস্বরূপ, আজকাল রাস্তাতেও পড়ে থাকা ভিখারীগুলোর হাতে স্মার্ট ফোনের ব্যবহার অর্থাৎ মানুষ গরীব বলে যে সুবিধা সরকারের কাছে তোলে সেটার পুরো সুবিধা নিয়ে সে প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে কাজে না লাগাতে শিখে যায়। তার কাছে সাম্প্রতিক সময়ে উন্মাদনা প্রকাশই বড় হয়ে উঠছে তারমধ্যে অন্যতম কিছু হলেই তাকে ঠিকভুল না জেনে মুঠোফোনে বন্দী করে রাখার নেশা। এভাবেই আস্তে আস্তে সভ্যতাকে কোনও নরখাদক গিলে খেয়ে যাচ্ছে আর মানুষ শুধুই মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে উন্মাদনাকে ক্যামেরাবন্দী করার ঝোঁকে, একদিন সেও তাতে গ্রাস হবে। পড়ে থাকবে অকেজো মুঠোফোন আর অপ্রশিক্ষিত প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

**সম্প্রতি উজ্জয়িনীতে যে ঘটনা ঘটেছে এবং মানুষ তার ছবি তুলতে ব্যস্ত না থেকে সেটা চেষ্টা করলে কিন্তু একজোট হয়ে থামাতে পারত কিন্তু তা হয়নি। যার কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞদের মতামত, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষ আজ অল্প বয়স থেকেই অর্থোপার্জন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এরফলে নূন্যতম বাস্তবিক বোধ বড্ড সংক্ষেপিত হয়ে পড়ছে, মানসিক বিকাশের রাস্তাও অবরুদ্ধ হচ্ছে যার সাথে স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া যুক্ত যা ক্রিয়াহীন হয়ে পড়ছে।**

## আনন্দকথা

"যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে মার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কউ বাবা, কেউ পাপা — এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারপা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলত পারে — বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে, ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

"আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে একঘাটে বলছে জর্ল মুসলমানেরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরেজরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক একঘাটে বলছে aqua।

"এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।" *(ক্রমশঃ)*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। মূলত সংখ্যালঘু দপ্তরের আওতায় চলা বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠকের আয়োজন। বালুরঘাটে এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, রাজ্য মাইনরিটি ডেভলপমেন্ট বোর্ডের তরফে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল, মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) পি প্রমথ, জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের আধিকারিক পূর্ণেন্দু মালাকার, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার আটটি ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প শুরু করেছে রাজ্য সরকার। জেলা জুড়ে সেই প্রকল্পগুলির কাজ কতদূর এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয় এদিনের বৈঠকে। পাশাপাশি যে প্রকল্পগুলি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সেগুলি কত দ্রুত সম্পন্ন করা যায় তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আরো জানা গিয়েছে , পুজোর আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাটে শিল্প পার্ক তৈরির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া আহ্বান করা হবে। এদিন রিভিউ মিটিং শেষে বালুরঘাট সংলগ্ন পশ্চিম রায়নগর এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শিল্প পার্কের জমি পরিদর্শনে যান বিধায়ক মোশারফ হোসেন এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা ও অন্যান্য জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। এ বিষয়ে ইটাহারের বিধায়ক তথা ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন জানান, 'বালুরঘাটে বড় একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হবে। জায়গা চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। এখানে প্রায় ছয় একরের কাছাকাছি জামি রয়েছে। প্রায় নয় কোটি টাকা ব্যয়ে এই শিল্প পার্ক তৈরি করা হবে।'

---

**SBI** — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৯,০৪,৬৯৭.০০ টাকা (উনিশ লাখ চার হাজার ছশো সাতানব্বই টাকা) টাকা ০৬.০৮.২০২৪ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ** এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি দেবযানি চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৩, বিল্ডিং নং ০৯, টাইপ-এ, ব্লক - এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, থানা - পানিহাটি, সোদপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১১৪ **এবং** ২৫, সোদপুর গভ. হাউজিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ২৯এফ, কলকাতা - ৭০০১১০ **এবং** পি এবং টি ডিপার্টমেন্ট, খড়দা, পি কে বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দিরের নিকট, কলকাতা - ৭০০১১৭ কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৪০৩ পঞ্চমতলে ভবনে নং ০৯, টাইপ এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা : পানিহাটি, ভবানীপুর এবং সুখচর, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২৯এফ(নিউ), পানিহাটি, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। দাগ নং ১০২০, খতিয়ান নং ১১০৪, দলিল নং ১-৫৩৭৫/২০০৪। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি।

**সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত।**

**সংরক্ষিত মূল্য ৯,২৬,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৯২,৬০০০.০০ টাকা, ডাক মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।**

| পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩৬ |
|---|---|---|

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৩.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**SBI** — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১০.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.১০.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ২৯.১২.২০২১** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী গৌতম অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা -** ২৫ নং বিদ্যা সাগর রোড, চাঁদশী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ **এবং** প্রযত্নে সৌম্য শুভ্র দাস ''দাস ভিলা'' ৩০/১ ইউ/১, হেয়ার কৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা - ৭০০০৫০ **এবং** ''প্রতীমা'' ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ কাছ থেকে।

**(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ১০৭ পঞ্চমতলের সামনের (উত্তর পশ্চিম) অংশে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে হোল্ডিং নং ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৩২৬-২০১৯ সালের, গৌতম অধিকারীর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে : অবস্থিত চারতলা ভবন, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : বর্তমান ২ তলা ভবন।

সংরক্ষিত মূল ৩২,৩২,০০০.০০ **টাকা**, বায়না জমা : ৩,২৩,২০০.০০ **টাকা**, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য ১০,০০০.০০ টাকা।

| পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.১০.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮ |
|---|---|---|

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৩.০৯.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৮.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

| ক্র. নং | ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম | সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **মেসার্স এস সান্যাল, স্বত্বাধিকারী : শ্রী সুশান্ত সান্যাল (ঋণগ্রহীতা),** পিতা সরোজ কুমার সান্যাল, গ্রাম : বাগহাটি, পো এবং থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১৪৮, পব। **শ্রী সুশান্ত সান্যাল,** স্বত্বাধিকারী মেসার্স এস সান্যাল, পিতা সরোজ কুমার সান্যাল, গ্রাম : বাগহাটি, পো এবং থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১৪৮, পব। **শ্রীমতি মৌসুমী সান্যাল (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী সুশান্ত সান্যাল, গ্রাম : বাগহাটি, পো এবং থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১৪৮, পব। এবং **শ্রী অরিন্দম রায় (জামিনদাতা),** পিতা শ্রী শিবচন্দ্র রায়, গ্রাম : কোলা, পো এবং থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, ৭১২১৪৮, পব। **শাখা : আদিসপ্তগ্রাম** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৬ ছটাক ২২ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : আমোদঘাটা,জেএল নং ৪০, এলআর দাগ নং ৫৮৮/১৫৪৮, এলআর খতিয়ান নং ২৯৫৪, মগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ২ অধীন, থানা : মগরা, জেলা : হুগলি, পব। রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৫০০-২০১৬ সালের তারিখ ০৪.০৩.২০১৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০১-২০১৬ পৃষ্ঠা ৪০১৪২-থেকে ৪০১৫৮, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-১ হুগলি, পব, শ্রী সুশান্ত সান্যালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রয়াত মনোতোষ ঘোষের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** নিতাই ঘোষের সম্পত্তি, **পূর্বে :** পঞ্চায়েত সড়ক, **পশ্চিমে :** রমেশ সাহা এবং সুমন্ত সান্যালের সম্পত্তি। | **২৭,৯২,৭৭৪.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বিরানব্বই হাজার সাতশ চুয়াত্তর টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **১২.০৯.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১৩.০৯.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) **৪৮,৭৪,০০০ টাকা** (আটচল্লিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা) খ) **৪,৮৭,৪০০ টাকা** (চার লাখ সাতাশি হাজার চারশ টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50382684196 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত |
| ২ | **শেখ মৈনুল হাসান,** পিতা শেখ আবদুল ওহাব, গ্রাম এবং পো : কায়বা, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১২। **শাখা :** আটঘড়া। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত সকল নির্মাণ জমির পরিমাণ ২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কায়বা, জেএল নং ১০২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৪৩, এলআর দাগ নং ২৭৭, রামমোহন ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : কায়বা, থানা : খানাকুল, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খানাকুল, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১১০১৩৫৭-২০১৭ তারিখ ২২.০৩.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১১-২০১৭, পৃষ্ঠা ২২৫৭৩ থেকে ২২৫৮৭, শেখ মৈনুল হাসানের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শেখ আসরফ আলির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** শেখ মোস্তাক আহমেদের সম্পত্তি, **পূর্বে :** মালিকের জমি, **পশ্চিমে :** ৭ ফুট চওড়া সড়ক। | **৫,৭৫,১২৯.০০ টাকা (পাঁচ লাখ পঁচাত্তর হাজার একশ উনত্রিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **১২.০৯.২০২৪** অনুযায়ী এবং **১৩.০৯.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) **১৪,৭৩,০০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকা) খ) **১,৪৭,৩০০ টাকা** (এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ টাকা) গ) **১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50477810704 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

**পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৩.০৯.২০২৪ থেকে ১৭.১০.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত**
**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৮.১০.২০২৪; সময় - সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. রাজু মাহাত, আদিসপ্তগ্রাম শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮৯২৭৬১৬৫২২)**
**২. রবি শংকর বারিক, আটঘরা শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮৭৮৯৬৬৮৪৬২)**

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৪ স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

---

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
**হ্যাপি ভ্যালি রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট সংস্থার নাম | **হ্যাপি ভ্যালি রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড** |
| ২. | কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ | ৩১ অক্টোবর ২০০৫ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইডেন্টিটি নাম্বার | U70101WB2005PTC106035 |
| ৫. | কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | ৪, ফেয়ারলি প্লেস, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত |
| ৬. | কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ৭. | লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার | এফসিএমএ বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী ৬০/২/১, হরিপদ দত্ত লেন, গলফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৭, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩৩ **ইমেল আইডি : bkt9000@gmail.com** মোবাইল নাম্বার : +৯১- ৯৪৩৩৬ ০২৭৪৬ IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00229/2019-20/12679 |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ৯ অক্টোবর ২০২৪ |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **হ্যাপি ভ্যালি রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
**হ্যাপি ভ্যালি রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী**
**লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর**
**তারিখ : ১৩.০৯.২০২৪**
**স্থান : কলকাতা**
**রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00229/2019-20/12679**

---

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
**পুনম কনস্ট্রাকশন কোং প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট সংস্থার নাম | **পুনম কনস্ট্রাকশন কোং প্রা. লি.** |
| ২. | কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ | ১৮ জানুয়ারি ১৯৭৩ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/ লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইডেন্টিটি নাম্বার | U45201WB1973PTC028659 |
| ৫. | কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | এইচএমপি হাউস, ৪, ফেয়ারলি প্লেস, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত |
| ৬. | কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ৭. | লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার | **এফসিএমএ বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী** ৬০/২/১, হরিপদ দত্ত লেন, গলফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৭, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩৩ **ইমেল আইডি : bkt9000@gmail.com** মোবাইল নাম্বার : +৯১- ৯৪৩৩৬ ০২৭৪৬ IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00229/2019-20/12679 |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ৯ অক্টোবর ২০২৪ |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **পুনম কনস্ট্রাকশন কোং প্রা. লি.**-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
**পুনম কনস্ট্রাকশন কোং প্রা. লি.**-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

**বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী**
**লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর**
**তারিখ : ১৩.০৯.২০২৪**
**স্থান : কলকাতা**
**রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00229/2019-20/12679**

---

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
**শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**
**সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম | শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি পিতা প্রয়াত ধরম চাঁদ পাটনি |
| ২. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার রেজিস্টার্ড অফিস/ মূল অফিস/ঠিকানা | ১৫, বর্ধমান রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬ |
| ৩. | বিচারকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিবরণ | মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সিপি (আইবি)/১৩৭ (কেবি)২০২১ কর্তৃক নির্দেশ ঘোষিত |
| ৪. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | নির্দেশ তারিখ ০৫.০৯.২০২৪ |
| ৫. | প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | শ্রী দৌলত রাম জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565 |
| ৬. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ৩৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **ইমেল : daulatjain@rediffmail.com** |
| ৭. | প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল : | দৌলত রাম জৈন ১২, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ইমেল : sureshpatni.ip@gmail.com** |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : | ০৩.১০.২০২৪ |
| ৯. | সম্পর্কিত দাবি ফর্মগুলি উপলব্ধ | **Weblink:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads** |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ II কলকাতা) নির্দেশ দিয়েছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ১০০ অধীনে শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি-র ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
শ্রী সুরেশ কুমার পাটনির বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৩.১০.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
**দৌলত রাম জৈন**
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565

---

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
**শ্রী রোহিত পাটনি-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**
**সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম | শ্রী রোহিত পাটনি পিতা শ্রী সুরেশ কুমার পাটনি |
| ২. | ব্যক্তিগত জামিনদাতার রেজিস্টার্ড অফিস/ মূল অফিস/ঠিকানা | ১৫, বর্ধমান রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬ |
| ৩. | বিচারকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিবরণ | মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সিপি (আইবি)/১৩৫ (কেবি)২০২১ কর্তৃক নির্দেশ ঘোষিত |
| ৪. | ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ | নির্দেশ তারিখ ০৫.০৯.২০২৪ |
| ৫. | প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | শ্রী দৌলত রাম জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565 |
| ৬. | বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল : | ৩৩, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **ইমেল : daulatjain@rediffmail.com** |
| ৭. | প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল : | দৌলত রাম জৈন ১২, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ইমেল : rohitpatni.pi@gmail.com** |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : | ০৩.১০.২০২৪ |
| ৯. | সম্পর্কিত দাবি ফর্মগুলি উপলব্ধ | **Weblink:https://ibbi.gov.in/en/home/downloads** |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ II কলকাতা) নির্দেশ দিয়েছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ১০০ অধীনে শ্রী রোহিত পাটনি-র ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
শ্রী রোহিত পাটনির বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৩.১০.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ৭ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা পোস্ট বা ক্যুরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
**দৌলত রাম জৈন**
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00945/2017-2018/11565

---

**TITAGARH MUNICIPALITY**
**1, B.T. Road, Titagarh, North 24-Parganas, Kolkata-700119**
Date: 13.09.2024.

**NOTICE**

Notified for information of general public that to-day the draft of survey of Manual Scavengers is being published on the basis of Survey and Self Declaration Camp during the period from **02.09.2024** to **10.09.2024** as hereunder:

| Ward No. | No. of Manual Scavenger found | No. of applications received from Manual Scavengers |
|---|---|---|
| 1 to 23 | Nil | Nil |

Claims and Objections are being received from to-day dated **13.09.2024** to **20.09.2024.**

| Sl. No. | Name | Address | House No. | Type of Latrine |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

In this connection, the Camp has already been set up for receiving the claims and objections as per the following table.

| Date | Place/Location | Time |
|---|---|---|
| 13.09.2024 to 20.09.2024 | I.T. Room of Titagarh Municipality | 11.00 a.m. to 5.00 p.m. |

For details, please contact the I.T. Room (Contact No. 7003520156) of this Municipality.

Sd/- **Executive Officer,**
**Titagarh Municipality**

---

**BARRACKPORE MUNICIPALITY**
**B.T.ROAD, TALPUKUR, N 24 PGS**
**PUBLICATION OF DRAFT LIST IN REGARD TO MANUAL SCAVENGER & INSANITARY LATRINE SURVEY 2024**

NO MANUAL SCAVENGER & INSANITARY LATRINE FOUND DURING FIELD LEVEL SURVEY FOR THE PERIOD FROM **02-09-2024 TO 10-09-2024** & NO MANUAL SCAVENGER PHYSICALLY APPEARED AT THE SELF DECLARATION CAMP SET UP FOR THE PERIOD FROM **05-09-2024 TO 10-09-2024.**
FOR DETAIL VISIT MUNICIPAL WEBSITE: **bkpmuty.in**

**SD/- CHAIRMAN**
**BARRACKPORE MUNICIPALITY**

---

**বড় চাঁদ ঘর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ**
রেজিঃ -৫৩(এন) তাং-১০.০২.১৯৫৮
গ্রাম+পোঃ - বড় চাঁদ ঘর * থানা- কালিগঞ্জ * জেলা- নদীয়া

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আগামী ২২.১০.২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় সমিতির অফিস গৃহে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়নপত্র জমা ইত্যাদি ) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- স্পেশাল অফিসার
বড় চাঁদ ঘর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

---

**SBI** — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (৩১৬৭৭)
এফই ব্লক, সল্টলেক শাখা
এফই-২৩৩, সেক্টর-৩, (সল্টলেক)
কলকাতা: ৭০০১০৬, ই-মেল: sbi.31677@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রী পবিত্র সাহা,** যিনি **এসবিআই এফই ব্লক, সল্টলেক শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **(১৯.০৯.২০২৪) বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : শ্রী পবিত্র সাহা**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারাট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২০.০৯.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ১২.৬৯০ নিট ওজন ১১.৬৭০ | ১টি নেকলেস |
| ২. | ২০.০৯.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ১০.৮৪০ নিট ওজন ৯.৯৭০ | ২টি দুল |
| ৩. | ২০.০৯.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ৯.৫৮০ নিট ওজন ৮.৬২০ | ২টি কানের দুল ১টি আংটি |
| ৪. | ২০.০৯.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ৩৫.৫৫০ নিট ওজন ৪.০০০ | ২টি শাঁখা |
| ৫. | ২০.০৯.২০২৪ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ১৪.৮৮০ নিট ওজন ১২.৬৪০ | ১টি চেন ১টি আংটি |

**তারিখ: ১৩.০৯.২০২৪, স্থান: সল্টলেক** **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

---

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
**ব্যাটউইংস লার্নিং সেন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য**

| ক্রম | বিস্তারিত | বিবরণাদি |
|---|---|---|
| ১. | কর্পোরেট সংস্থার নাম | ব্যাটউইংস লার্নিং সেন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড |
| ২. | কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ |
| ৩. | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা গঠিত/নথিভুক্ত | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা |
| ৪. | কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টি নাম্বার/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার | U80901WB2015PTC205334 |
| ৫. | কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা | পূর্বায়ন কো-অপ ১৫৬৯, মাদুরদহ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৭, ভারত |
| ৬. | কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ | ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ৭. | লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার | নাম : শ্রী মণীশ কুমার ভগত ঠিকানা - বি-১২০৪, শিল্প কর্পোরেট পার্ক, রাজপথ রঙ্গোলি রোড, বোদাকদেব, আহমেদাবাদ - ৩৮০০৫৪ ইমেল আইডি : mbhagat2003@gmail.com মোবাইল নাম্বার : +৯১- ৯৮৭৯০ ৬১৫০০ আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00856/2017-18/11438 এএফএ বৈধ ২৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত |
| ৮. | দাবি দাখিলের শেষ তারিখ | ১০ অক্টোবর ২০২৪ |

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাটউইংস লার্নিং সেন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
ব্যাটউইংস লার্নিং সেন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বা তার পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/home/downloads থেকে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

মণীশ কুমার ভগত
ব্যাটউইংস লার্নিং সেন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেটর
তারিখ : ১৩.০৯.২০২৪
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00856/2017-18/11438
স্থান : আহমেদাবাদ
এফএ বৈধ - ২৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত

---

Bank of India **BOI**

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট**
**বারাসত জোনাল অফিস**
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

**পরিশিষ্ট IV** **পরিশিষ্ট F**
**[ দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]**

**দখল নোটিশ**

**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.০৬.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুব্রত বিশ্বাস** -কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১২,৪৮,৪০৯.৪৪ টাকা (বারো লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশ নয় টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১২,৪৮,৪০৯.৪৪ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির একতলা বসবাসের ভবন ১১৮৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কৈখালি, জেএল নং ৭৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩১, খতিয়ান নং আরএস -১০৬, এলআর -১৩৯৫, বগুলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং ব্লক : হাঁসখালি, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট হাঁসখালি এবং জেলা : নদিয়া। চৌহদ্দি :
উত্তরে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের জমি
দক্ষিণে : রামনগর রোড (পিডব্লুডি রোড)
পূর্বে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাস এর ভবন
পশ্চিমে : গোপাল সরকার এবং কৃষ্ণপদ সরকার এর ভবন।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৪
স্থান : বগুলা

স্বা/-
**চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**

# তৃণমূলের সদস্যদের কাজ দেওয়ার দাবি, বিডিও অফিস ঘেরাও বিজেপি কর্মীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পঞ্চায়েত সমিতির ৪২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ১৭ জন বিজেপির। কিন্তু সরকারি প্রকল্পের কাজ বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র শাসকদলের সদস্যদের। বাঁকুড়ার ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিডিওর বিরুদ্ধে এই দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপির নির্বাচিত সদস্যরা। আগামী ৫ দিনের মধ্যে অবস্থা বদল না হলে বিডিওকে দপ্তর থেকে বের হতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি ওন্দার বিজেপি বিধায়ক

অমরনাথ শাখার।

বাঁকুড়ার ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বারেবারে সরব হতে দেখা গিয়েছে বিরোধী বিজেপিকে। একাধিকবার পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভও দেখিয়েছে বিজেপি। কিন্তু তারপরও অবস্থার বদল হয়নি। বিজেপির দাবি, সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শুধুমাত্র যে এলাকায় তৃণমূল নির্বাচিত হয়েছে সেই এলাকায় ওই টাকায় উন্নয়নের কাজ হলেও বিরোধীরা কোনও কাজ পায়নি। পঞ্চায়েত সমিতিতে বিরোধী সদস্যদের কোনও রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ।

এই অভিযোগে এদিন ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার নেতৃত্বে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। বিজেপির দাবি, এই সব দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মূল নায়ক ওন্দার বিডিও মুসারফ হোসেন ও ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিরূপ খাঁ। বিক্ষোভের মাঝেই বিধায়ক অমরনাথ শাখার হুঁশিয়ারি, আগামী ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির বদল না হলে বিডিওকে নিজের অফিস থেকে না বেরতে দেওয়া হবে না।

এই ঘটনায় ওন্দার বিডিও বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বিধায়কের সঙ্গে মানুষের কোনও যোগ নেই। নিজেকে দলে প্রাসঙ্গিক রাখতেই এই ধরনের কথা বলছেন বিধায়ক।

# আরামবাগে বিপদজনক শ্রেণিকক্ষ ও ভৌতিক পরিবেশেই চলছে স্কুল, আতঙ্কিত ছাত্রছাত্রীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** যেন একটা ভূতুড়ে বাংলো বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার মধ্যেই চলছে স্কুল। বেহাল স্কুলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে চাইছে না। আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যেই স্কুলের পঠন পাঠন চলছে। এই চিত্র দেখা যাচ্ছে আরামবাগ ব্লকের নৈসরাই উচ্চ বিদ্যালয়ে। ভূতুড়ে বাংলো বাড়ি যেমন হয় তেমনিভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় বেশ কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ বিপদজনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্কুলের এক দিক পুরোটাই ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে শ্রেণির কক্ষগুলি পড়ে রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে উড়ছে পায়রা। চারিদিকে পায়রার মল স্তূপের আকারের পড়ে রয়েছে। স্কুলের বারান্দায় পায়রার মলের গন্ধে অস্থির ছাত্র-ছাত্রী থেকে থেকে শিক্ষকেরা। এদিকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থা। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে লতাপাতা গাছ সৃষ্টি হয়েছে। চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শৌচালয় থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের বাথরুমগুলি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নৈসরাই উচ্চ বিদ্যালয়ে। এইরকম এক ভূত বাংলোর মধ্যেই গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। অথচ উদাসীন প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয়

শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা। গ্রামের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু শাসকদলের ভয়ে কেউ মুখ খুলছে না। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা যে একেবারে ভেঙে পড়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল নৈসরাই উচ্চবিদ্যালয়ের এই ভূতুড়ে পরিকাঠামো। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিডিও থেকে শিক্ষা দপ্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর স্কুলে কোনও রং হয়নি। স্কুলে কোনও মিড ডে মিলের শেড ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল রাখার জন্য কোনও শেড নেই। গাছ তলায় বা স্কুলের শ্রেণিকক্ষে অথবা পায়রার মলের মধ্যেই বারান্দায় বসে মিড ডে মিল খেতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। প্রতিদিন প্রায় গড়ে ১৬০ জন। আর মোট ছাত্রছাত্রী প্রায় ৫০০ জন। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে কোনও মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। এইরকম এক ভূতুড়ে বাংলো বাড়িতে কিভাবে চলছে পঠন পাঠন। সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কিছু করার নেই। গ্রামের ছেলে মেয়েরা কোথায় পড়াশোনা করবে। সেই কথা চিন্তা করে অভিভাবকরা স্কুলে পাঠান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অলোকনাথ মুদি বলেন, আমাদের স্কুলে মিড ডে মিল চালুর পর থেকেই কোন সেড নেই। কোনও বরাদ্দ না থাকায় কোনও উন্নয়ন করা যায়নি। আরামবাগ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দুর্গাপ্রসাদ সরকার বলেন, ওই স্কুলে মিড ডে মিলের শেড নেই। দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে।

# টোলপ্লাজার দখল নিয়ে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের অভিযোগ, মৃত ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** গত রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় জাতীয় সড়কের পালসিট টোলপ্লাজার দখল কার হাতে থাকবে এই নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে বলে অভিযোগ। সংঘর্ষে দু'পক্ষের প্রায় ১০ জন আহত হন। ওই দিন আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও অনাময় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরে যান। সেই আহতদের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে একজনের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম অংশুমান চতুর্বেদী। বয়স ৪০। বাড়ি মেমারি থানার অন্তর্গত কৈলাসপুরে।

জানা গিয়েছে, মৃত অংশুমানের পরিবারে স্ত্রী ও ১৩ বছরের কন্যা ও দেড় বছরের পুত্র সন্তান এবং প্রতিবন্ধী মা রয়েছেন। পরিবারের দাবি, গত রবিবার টোলপ্লাজায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় অংশুমানকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তবে তিনি বাড়ি ফিরে এই বিষয়ে পরিবারের কাউকে কিছু জানাননি। এরপর তিনি কাজে যোগও দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি অসুস্থ বোধ করলে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর চাউর হতেই এলাকার মানুষ ছুটে আসেন অংশুমানের বাড়িতে।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন অংশুমান। তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। আগামী দিনে কী ভাবে তাদের সংসার চলবে সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছে গোটা পরিবার। অপরদিকে টোলের এক কর্মীর থেকে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নের দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয় গণ্ডগোল ও হাতাহাতি ও পরে তা পরিণত হয় সংঘর্ষে। টোলপ্লাজা দখলে থাকলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। সেই কারণেই কোনও গোষ্ঠী ই সেটি হাতছাড়া করতে চায় না বলে দলেরই একাংশের দাবি।

জানা গিয়েছে, যার দখলে টোলপ্লাজা থাকে তিনি লোক নিয়োগ করতে পারেন। কর্মীরা মোটা অঙ্কের টাকা বেতন পান। সম্প্রতি বেশকিছু কর্মী নিয়োগ হওয়ার কথা রয়েছে। দুই গোষ্ঠীই নিজেদের লোকজনকে কাজ দিতে চাইছে। এছাড়া এই টোলপ্লাজা থেকে আরও অন্য পথেও নেতারা আর্থিক সুবিধা পান বলে অভিযোগ। এর আগেও দলের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। একে অপরের বিরুদ্ধে নেতৃত্বের কাছে অভিযোগও জানিয়েছিল। কিন্তু তারপরও টোলপ্লাজা ঘিরে শাসকদলের দড়ি টানাটানি চলছে। প্রভাব ধরে রাখতে দু'পক্ষই মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ গত রবিবার সংঘর্ষ এবং একজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে।

যদিও মেমারির বিধায়ক মধুসুদন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, দু'পক্ষই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন। কাজ না করে মজুরি নেওয়া এবং অবসর নেওয়ার পরও কাজ করে যাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ করায় গণ্ডগোল হয়েছে। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই। ঘটনাস্থলে বহিরাগত ছিল কিনা তা প্রশাসন বলতে পারবে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়।

# জেলার হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ সহ জেলার সমস্ত মহকুমা হাসপাতাল ও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরী, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডঃ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গী, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ মৌসুমী নন্দী, সুপার ডঃ জয়ন্ত রাউত সহ জেলার অন্যান্য হাসপাতালের সুপার সহ অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং মহকুমাশাসকরা। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠক হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জেলার সমস্ত হাসপাতালে নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরী জানিয়েছেন। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন হাসপাতালের নিরাপত্তা বৃদ্ধির কতগুলি সিসিটিভি লাগবে এবং সেই সঙ্গে শৌচাগার, মহিলা চিকিৎসকের রেস্ট রুমের জন্য আনুমানিক খরচের পরিমাণ নিয়েও আলোচনা হয় বলে মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডঃ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সেই সংক্রান্ত হিসেব বা এস্টিমেট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যেই স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হচ্ছে।

# বাবার সামনে মাকে খুন ছেলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** ৫০ হাজার টাকা না দেওয়ায় বাবাকে বেঁধে রেখে বাবার সামনেই মাকে ধারালো বটি দিয়ে কুপিয়ে খুন ছেলের। অভিযোগ দায়ের বাবার। অভিযুক্ত ছেলে বছর ৩০ এর রাজু সানা পলাতক। পাশবিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযুক্ত ছেলে রাজু সানা পেশায় গাড়ির চালক। বুধবার রাত্রিবেলা রাজু বাড়িতে ফিরলে মা বছর ৫৯ এর আলপনা সানার কাছে ৫০ হাজার টাকা চায়। মা দিতে অস্বীকার করলে মায়ের সঙ্গে পারিবারিক অশান্তি বাধে। বাবা সুরঞ্জন সানা প্রতিবাদ করলে প্রথমে বাবাকে মারধর করে তারপরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে ঘরে। বাড়িতে সবজি কাটার ধারালো বটি ছিল ছেলে সেই বটি দিয়ে মাকে কুপিয়ে দেয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে মাকে মৃত বলে ঘোষণা করে করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় বাবা সুরঞ্জন সানা ছেলে রাজুর বিরুদ্ধে বাদুড়িয়া থানায় লিখিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত ছেলে পলাতক। খোঁজে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, গত দু'বছর আগে তার স্ত্রী খুনে অভিযোগে রাজু জেল খেটেছিল কয়েমাস। তারপর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। সেই নিয়ে পরিবারের উপর বিয়ের জন্য চাপ দিয়ে মোটা অর্থ দাবি করে বাবা মায়ের কাছে।

# বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন পরিদর্শকরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** আরজি কর কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি আটকাতে ও হাসপাতালে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করতে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক শরৎ কুমার দিবেদী, মহকুমা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিদর্শনের পর সকলে মিলে তারা বৈঠকও করেন। পরে হাসপাতালে এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা জানান, সরকারি হাসপাতাল চত্বরে কোন কোন জায়গায় পর্যাপ্ত সিসিটিভি, লাইটের প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোই মূলত পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি কোথায় কোথায় ব্ল্যাঙ্ক স্পট বা অন্ধকার জোন আছে সেগুলিও চিহ্নিত করা হয়। সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাও করা হয়। যেখানে যেখানে খামতি আছে সেগুলিও আগামীতে ঠিক করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি জানান এরপরেও একাধিকবার পরিদর্শন ও আলোচনা হবে যাতে নিরাপত্তার কোনও সমস্যাই না থাকে। জুনিয়র ডাক্তাররা সুপ্রিম কোর্টে যে দাবি জানিয়েছিলেন, তাদের সমস্ত দাবি মতোই কাজ হবে বলে জানান বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা আশ্বাস দেন। এদিন সন্ধ্যাতেও ব্ল্যাক স্পষ্ট চিহ্নিত করতে একটি দল হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করবে বলেও জানান এমএসভিপি।

# ভগ্নপ্রায় স্কুলে ছাদ ফেটে জল থইথই, পরিস্কার পড়ুয়াদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ভগ্নপ্রায় স্কুলে ছাদ ফেটে ক্লাসের মাঝেই শ্রেণিকক্ষ থেকে বৃষ্টির জল ঝেঁটিয়ে বার করছে পড়ুয়ারা, শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই দেওয়াল ফেটে বেরিয়েছে গাছের শিকড়, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস করছেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার চর গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে রয়েছে দুটি শ্রেণিকক্ষ একটি পুরাতন বিল্ডিং অন্যটি নতুন বিল্ডিং। নতুন বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪-১৫ বছর আগে। অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন বিল্ডিংয়ের ছাদ ও দেওয়াল ফেটে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আর এই ভাঙা বিদ্যালয়ে চলছে লেখাপড়া। বৃষ্টির সময় ছাদের ও দেওয়ালের ভাঙা অংশ দিয়ে জল পড়ে থইথই পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঝাড়ু মেরে জল বার করতে হয় ক্লাসরুম থেকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। আতঙ্কে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও।

ছাত্রছাত্রীরা জানাচ্ছে, স্কুলে ক্লাস করতে ভয় হয়। স্কুলের ছাদ ভেঙে যখন তখন মাথায় পড়তে পারে। বৃষ্টির সময় জল পড়ে। সরকার স্কুলটি মেরামত করে দিক। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে আতঙ্কে সময় কাটাতে হয় তাদের। শিক্ষকদের বলেও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি।

অন্যদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানাচ্ছেন, পরিকল্পনা বিহীন ভাবে এই শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন সময়। এমনকি পরিকল্পনা বিহীন ভাবে একটি ছাদের ওপর আরেকটি ছাদকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে কারণেই বাস্তব এই আতঙ্কের মধ্যে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন করাতে হয়। এমনকি বৃষ্টি হলে অনেক অনেক অভিভাবক নিজেদের সন্তানদের নিয়ে চলে যান বিদ্যালয় থেকে। বৃষ্টির সময় শ্রেণিকক্ষে জলে ভর্তি হয়ে যায় তখন বাধ্য হয়েই ছাত্রদের দিয়ে জল বার করতে হয়। তিনি আরও জানান, বিষয়টি ঊর্ধবতন কর্তৃপক্ষকে বারংবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলছে, বিদ্যালয় মেরামত করা হবে, কিন্তু আজও তা তৈরি হয়নি।

*উত্তরপাড়ার উত্তরায়ণ পরিচালিত দ্বাদশ নাট্য উৎসব। উত্তরপাড়ার গণভবনে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করছেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উত্তরায়ণের সম্পাদক জয়ন্ত দাসগুপ্ত। ছবি বনস্পতি দে*

# আর প্রাণ নয়, মৃত শরিফুলের বাড়িতে গিয়ে মানবিক আবেদন নারায়ণ গোস্বামীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** আর প্রাণ নয়। সাধারণ মানুষ মনে করে ডাক্তার মানে ভগবান। আপনারা আপনাদের নোবেল পেশায় ফিরুন। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে বিনা চিকিৎসায় মৃত দেগঙ্গা শরিফুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে বৃহস্পতিবার এমনই মানবিক আবেদন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতির তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল একটি প্রতিনিধি দল শরিফুলের বাড়িতে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। নারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী সহ

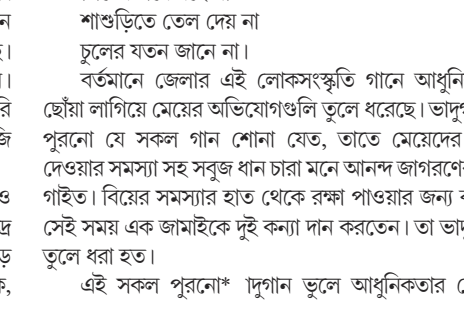

অন্যান্যরা। এদিন নারায়ণবাবু পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মৃতের স্ত্রীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

# শৌচাগার থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বাড়ির শৌচাগার থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার কোকলামাড়ি এলাকায়। মৃতদেহের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছয় পুকুরিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম অজয় মণ্ডল (৫০)। অজয়বাবুর মেয়ে এবং স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে একাই থাকতেন অজয় মণ্ডল। গত শনিবার শেষবারের মতো পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছিল অজয় মণ্ডলের। এরপর এদিন সকালে ঘরের ভেতরে শৌচাগার থেকে তার পচা গলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়রা বাসিন্দারা এদিন ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পেলে সন্দেহ হয়। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ দরজা ভেঙে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে মৃত অজয় মণ্ডল এবং তার ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। তাই পুলিশ এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃত ব্যক্তির ভাই শঙ্কর মণ্ডলকে আটক করেছে। পাশাপাশি মৃতের স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

# বসিরহাটের শাহাজাহানকে শেখকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** বসিরহাটের শাহাজাহান শেখকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানার পিফা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসিরহাট মালঞ্চ রোডে পিফা দুন স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। একটি মোটর বাইকে করে এসে পিছন থেকে গুলি করে পালায় দিষ্কৃতীরা। তবে কে বা কারা গুলি চালিয়েছে তা জানা যায়নি। ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখের বাড়ি হাসনাবাদ থানার নোয়াপাড়ায়। বৃহস্পতিবার সকালে বসিরহাটের একটি ব্যবসায়ীর বাড়িতে আসছিলেন সেই সময় পিফা এলাকায় আসতেই দুষ্কৃতীরা এসে তাকে গুলি করে। গুলি লাগে তার পেটে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে।

## সময়ের সঙ্গে মানভূমের লোকসংস্কৃতিতেও পরিবর্তন

# ভাদুগানেও আরজি করের শাস্তির দাবি মহিলাদের

**আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া**

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানভূমের লোকসংস্কৃতি পুরুলিয়ার ভাদুগানেও পরিবর্তন। 'ভাদু' একটি কৃষি উৎসব। ভাদ্র মাসে ধান চারা সবুজ ও সতেজ হয়। মাঠজুড়ে চাষিদের চোখে নতুন আশা ভরসা জেগে ওঠে। বর্ষা বা ভরা ভাদ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম ভাদু উৎসব। আর এর গান হল 'ভাদুগান'।

পুরুলিয়ার মেয়েদের কাছে তাই ভাদু উৎসব খুবই জনপ্রিয়। এবার পুরনো ভাদুগান বাদ দিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন আধুনিক 'ভাদুগান'। প্রযুক্তির*দুনিয়ায় ক্রমশ দিন বদল ঘটছে। আসছে নিত্য নতুন চিন্তাধারা।*ভাদুগানেও এসেছে পরিবর্তন। বর্তমান সমাজে অত্যাচারিত বধূ নির্যাতনের একাধিক গান তৈরি করে গাওয়া হচ্ছে ভাদুগানে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি করের ঘটনা নিয়েও ভাদুগান তৈরি করলেন মহিলারা।

এই উৎসবে কোনও পুরোহিতের দরকার হয় না, কোনও মন্ত্র-তন্ত্রও লাগে না। এই উৎসবের প্রধান সম্পদ গান। ভাদ্র মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাদুর প্রতিমা আনার হিড়িক পড়ে যায়। সারা মাস সেই ভাদুর প্রতিমার সামনে বিশেষ করে সরাক, বাগতি, বাউরি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সধবা, বিধবা, কুমারী সমস্ত শ্রেণির মহিলারা একসঙ্গে জড়ো হয়ে ভাদুগান গান। এবার সেই ভাদুগান পরিবর্তন করে তারা গাইছেন এইভাবে-

শাশুড়িতে ধরে মারে,
শ্বশুর কিছু বলে না
গুনের দেওয় চোখ মারে মা
জানে পাড়া পরগনা। কিংবা
এক পিঠ চুল আমার
পিঠের পরে রহে না
শাশুড়িতে তেল দেয় না
চুলের যতন জানে না।

বর্তমানে জেলার এই লোকসংস্কৃতি গানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে মেয়ের অভিযোগগুলি তুলে ধরেছে। ভাদুগানের পুরনো যে সকল গান শোনা যেত, তাতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সমস্যা সহ সবুজ ধান চারা মনে আনন্দ জাগরণের গান গাইত। বিয়ের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবারা সেই সময় এক জামাইকে দুই কন্যা দান করতেন। তা ভাদুগানে তুলে ধরা হত।

এই সকল পুরনো* াদুগান ভুলে আধুনিকতার ছোঁয়ায়

বর্তমানে রাজনীতির প্রভাবও দেখা গিয়েছে লোকসংস্কৃতি ভাদুগানে। আধুনিক মোবাইলে জিও সিম নিয়েও তৈরি হয়েছে ভাদুগান। তাছাড়া সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কলকাতার আরজি করের ঘটনা তুলে ধরেও মহিলারা গান তৈরি করে গাইছেন।

আরজি করে নৃশংস হত্যা
হল না এখনও বিচার
টালবাহনা করে পার হল একমাস।
ভাদু আমার বিচার কর
জড়িতদের হয় যেন গো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি
ফাঁসির দড়ি পরবে যখন
তিলোত্তমার আত্মা পাবে তখন শান্তি।

এই ভাদুকে কেন্দ্র করে জেলায় অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বেশি প্রচলিত কাহিনিটি হল 'পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজার ভদ্রেশ্বরী বা ভানু নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। বীরভূমের এক রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়। বিয়ের দিনই বর আসার ঠিক আগে রাজপরিবারের সকলের অজান্তে আত্মহত্যা করে রাজকন্যা ভাদু। রাজকুমারী অন্ত্যজ শ্রেণির এক যুবককে ভালোবাসত। প্রেমের এই খবর ভয়ে রাজাকে বলতে না পেরে নিজেকে নিজেই শেষ করে ফেলেছে বলে প্রচারিত। রাজরানি এই সংবাদ পেয়ে মূর্চ্ছা যেতে থাকেন। রানির অবস্থা দেখে প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তখন প্রজারা ঠিক করেন ভদ্রেশ্বরীর বা ভাদুর স্মৃতি উৎসব করবেন তাঁরা। এই প্রস্তাবে রাজাও সম্মত হন। তখন থেকেই গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হতে থাকল ভাদু উৎসব ও তার গান। বর্তমানেও সেই উৎসবে কমতি নেই পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি ভাদুগানে।

জেলার লোকসংস্কৃতি ও ছৌ-ঝুমুর রির্সোস সেন্টারের গবেষক সুভাষ রায় বলেন, পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির মধ্যে ভাদু উৎসব একটি বড় উৎসব। এই উৎসবের মূল বিষয় গান। সেই গানে এবারে আরজি করের ঘটনা, বধূ নির্যাতনের অত্যাচারের কথা, মোবাইল সিমের সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে*মেয়েরা তা তুলে ধরেছেন ভাদুগানে। এই গানের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান*ও পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীদের মধ্যে। কারণ গান তৈরি করা থেকে সঠিক অর্থ, সুর, তাল, ছন্দ সমস্ত কিছুই ঠিকমতো তৈরি করতে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। যা দেখতে পাওয়া গিয়েছে এই শিল্পীদের মধ্যে।

# কলকাতা লিগে অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল
# সুপার সিক্সে কাস্টমসকে ৪ গোলে হারাল লাল-হলুদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চলতি কলকাতা লিগে এখনও পর্যন্ত একটিও ম্যাচ হারেনি ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ পর্বের পরে সুপার সিক্সেও দাপট অব্যাহত তাদের। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে কাস্টমসকে ৪-১ গোলে হারাল লাল-হলুদ। তাদের হয়ে জোড়া গোল করলেন পিভি বিষ্ণু। একটি করে গোল করেন শ্যামল বেসরা ও আদিল। কাস্টমসের হয়ে একমাত্র গোল রবি হাঁসদার।

ঘরের মাঠে শুরুটা ভাল হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম গোল করে কাস্টমস। ২৭ মিনিটের মাথায় রবি দলকে এগিয়ে দেন। তাতে অবশ্য চাপে পড়েনি ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে তারা। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ



দিকে সমতা ফেরান শ্যামল। তার দু'মিনিট পরেই দলকে এগিয়ে দেন বিষ্ণু। দু'টি গোলই ইস্টবেঙ্গলের দলগত আক্রমণের ফসল।

এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ কমায়নি ইস্টবেঙ্গল। তার ফল পায় তারা। ৫১ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন বিষ্ণু। সেখান থেকে আর ফেরার সুযোগ ছিল না কাস্টমসের। ৭৪ মিনিটে দলের চার নম্বর গোল করেন আদিল। আরও কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। নইলে ব্যবধান বাড়াতে পারত তারা। শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল।

এ বারের কলকাতা লিগে গ্রুপ পর্বে ১২টির মধ্যে ১১টি ম্যাচ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ড্র করেছে একটি। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে উঠেছে লাল-হলুদ। সেখানেও জয় দিয়ে শুরু করল তারা।

# লাল বলের ক্রিকেটে ফিরে উইকেটরক্ষক জমিয়ে দিলেন দলে জায়গা পাওয়ার লড়াই



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দলীপ ট্রফিতে শতরান ঈশান কিশনের। লাল বলের ক্রিকেটে ফিরেই শতরান করলেন তিনি। দলীপ ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি চোটের কারণে। দ্বিতীয় ম্যাচে দলে জায়গা পেয়েই শতরান করলেন ঈশান।

দলীপের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত সি মুখোমুখি ভারত বি দলের। সেই ম্যাচে ঈশান ১১১ রান করেন। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১২৬ বল খেলেন। গত মরসুমে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেননি ঈশান। যে কারণে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে থাকলেও তাঁকে খেলানো হয়নি। তার পরেই মানসিক ভাবে তিনি অসুস্থ জানিয়ে দল ছেড়েছিলেন ঈশান। ফিরে এসে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেননি। যদিও আইপিএলের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সেখানে খেলেছিলেন। মনে করা হয়েছিল লাল বলের ক্রিকেট খেলতে আগ্রহী নন ঈশান। সেই তিনিই বৃহস্পতিবার শতরান করলেন মুকেশ কুমারদের সামলে।

ঈশান শতরান করে নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন। ঋষভ পন্থ এবং ধ্রুব জুরেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৬ জনের জায়গা করে নিয়েছেন। দলীপে শতরান করায় এ বার লড়াইয়ে ঈশানও। ভারত সি প্রথমে ব্যাট করে দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫৭ রান তুলেছে। দুই ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং সাই সুদর্শন মিলে ৯৬ রানের জুটি গড়েন। রুতুরাজ করেন ৪৬ রান। সুদর্শন করেন ৪৩ রান। তিন নম্বরে নেমে রজত পাটীদার ৪০ রান করেন। ঈশানের সঙ্গে জুটি গড়েন বাবা ইন্দ্রজিৎ। তিনি ৭৮ রান করেন। তবে রান পাননি অভিষেক পোড়েল। তিনি ১২ রান করে আউট হয়ে যান।ভারত বি-র হয়ে তিনটি উইকেট নিয়েছেন মুকেশ। নবদীপ সাইনি এবং রাহুল চাহার একটি করে উইকেট নিয়েছেন। পাঁচ উইকেট হারালেও বড় রানের পথে ভারত সি।


**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার নং ০৩_২০২৪-২৫, তারিখ ১২.০৯.২০২৪।** ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার (ইএনজিজি), গতি শক্তি ইউনিট, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিপিএম/জিএসইউ/ হাওড়া-র আওতাধীনে সাগরদিঘির টিপিএস-এর জন্য পাকুড় থেকে যাত্রাকারী কয়লার রেকের চলাফেরার উদ্যোগের জন্য নলহাটি-পাকুড় এবং নলহাটি-আজিমগঞ্জ-এর মধ্যে বাইপাস লাইন নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৬,১০,৬৩,২৮৭.৮৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৪,৫৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয় তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদানঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টালে)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-286/2024-25

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


# প্যারাগুয়ের কাছে হেরে চাপে ব্রাজিল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সময়টা ভাল যাচ্ছে না ব্রাজিলের ফুটবল দলের। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্যারাগুয়ের কাছে হেরেছে ব্রাজিল। এই হারের পরে দেশের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ব্রাজিলের ফুটবলার ভিনিসিয়াস জুনিয়র। নিজেদের খেলার মানের উন্নতি করে আগামী দিনে জয়ে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

হারের পরে ভিনিসিয়াস বলেন, তআমরা সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খেলার মানের উন্নতি করতে হবে। আমি নিজেও জানি, জাতীয় দলের হয়ে কী করতে পারি। কিন্তু এখনও সেটা দেখাতে পারিনি। দলের আত্মবিশ্বাস কমেছে। সেটাই আমাদের খেলায় দেখা যাচ্ছে। এই সময় আমাদের বদলাতে হবে। পয়েন্ট নষ্ট করায় চাপে পড়ছে ব্রাজিল। আগামী দিনে যাতে পরিস্থিতি আর খারাপ না হয় তাঁরা সেই চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন ভিনিসিয়াস। তিনি বলেন, তআমরা জানি, কোন পরিস্থিতিতে আছি। ব্রাজিলকে এই পরিস্থিতি থেকে বার করে আনতে চাই। সাজঘরে ফিরে আমাদের ভাবতে হবে। কোথায় ভুল হচ্ছে তা দেখতে হবে। ভুল শুধরে জয়ে ফিরতে হবে। সেটা আমরা করে দেখাব।

রিয়াল মাদ্রিদে দুর্দান্ত খেলেন ভিনিসিয়াস। একের পর এক গোল করেন। তা হলে দলের হয়ে কেন পারেন না? এই প্রশ্ন উঠছে। তারও জবাব দিয়েছেন ফুটবলার। ভিনিসিয়াস বলেন, তরিয়ালের হয়ে খেলা আলাদা। ইউরোপের ফুটবলের ঘরানা অন্য রকম। ওখানে অনেক দ্রুত খেলা হয়। আমাদের সেই ভাবে নিজেদের তৈরি করতে হয়।দ

প্যারাগুয়ের কাছে হারের পরে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আট ম্যাচে ১০ পয়েন্ট ব্রাজিলের।

# শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়, মায়াঙ্কের দলকে বাঁচালেন মুলানি এবং কোটিয়ান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ড। ভারত এ বনাম ভারত ডি-র ম্যাচ চলছে অনন্তপুরে। শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল ভারত এ। তবে দিনের শেষে তা সামলে দেন শামস মুলানি। ৮ উইকেট হারিয়ে ২৮৮ রান তুলল ভারত এ।

শুভমন গিলেরা ভারতের হয়ে খেলতে গিয়েছেন। ভারত এ-কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। তিনি এবং প্রথম সিংহ ওপেন করেন। তাঁরা দু'জনেই ৭ রানের বেশি করতে পারেননি। রান পাননি তিলক বর্মাও (১০)। রিয়ান পরাগ কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পাল্টা মারের খেলা শুরু করেন। ২৯ বলে ৩৭ রান করেন। একটি ছক্কা এবং পাঁচটি চার মারেন।

মুলানিকে এই ম্যাচে দলে নেওয়া হয়েছে। তিনিই দলকে বাঁচান। ১৭৪ বলে ৮৮ রান করে অপরাজিত তিনি। তাঁকে সাহায্য করেন তানুশ কোটিয়ান (৫৩)। তাঁরা ৯১ রানের জুটি গড়েন। দিনের ৮ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে ভারত এ। তবে মুলানিরা রান করতে না পারলে আরও সমস্যায় পড়তে হতে পারত।

ভারত ডি-র হয়ে সফল হর্ষিত রানা। কলকাতা নাইট রাইডার্সে পেসার ২ উইকেট নেন। বিদ্যাথ কাভেরাপ্পা এবং আরশদীপ সিংহ দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট নিয়েছেন সারাংশ জৈন এবং সৌরভ কুমার।


**OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT**
**NOTICE INVITING TENDER**

**NIT NO:- PUKGP/Tender/5th SFC/TIED/ 2024-2025/01, Tender Id 2024_ZPHD_748889_1.** Construction of 1 Nos Community Water Purification Plant. Tender Amount: Rs. 349916.00. Last date of bid Submission: **18/09/2024 at 5 p.m.** Date of Opening Tender: **20/09/2024.** Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below.

Sd/- **Prodhan**
**Purbakhilkapur Gram Panchayat**
**Barasat-1 Panchayat Samity**
**North 24 Parganas.**

**OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA**
**NOTICE INVITING TENDER**
**Memo. No. 1880/RM**
**Date - 12.09.2024**
**Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-12e/2024-25/SL1. Tender ID : 2024_MAD_749692_1**
**Name of the work:** Improvement and Widening of Jogpur Road by Bituminous Macadam & Mastic Asphalt Wearing Course from Court More to Municipal Hangar Khal Culvert in ward no 10 & 11 within Ranaghat Municipality under SWM. **Last Date Of Submission of Bid : 30.09.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https:// www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Chairman**
**Ranaghat Municipality**

**PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE**

**eNIT No.: 13/WB of 2024-25 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub- Division, PWD.** for Labour for shifting of official records and Materials from the office of Directorate of Registration and Stamp Revenue, Fortuna Tower, 9th floor, 23A, N.S. Road, Kolkata- 700001 to 4th floor, WEBEL, STP-II Building, Located at DN - 53, Sector-V, Salt Lake, Kolkata- 700094. During the Year 2024- 2025 are invited from bonafied bidders. Bid submission closing date (online) will be on 21.09.2024 at 16.00 hrs. Tender ID: **2024_PWD _750342_1** Other details may be seen from the web site:**http://etender.wb.nic.in & http://wbpwd.in.**
**Sd/-**
**Assistant Engineer,**
**Writers' Buildings Sub-Division,**
**PWD**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**e-Tender Notice**
NIT No. 24/24-25, dt. 09/09/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 5 nos), Total Amount Rs. 676,070.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 18/09/2024 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
*Sd/- E.O.*
*Chapra Pan Samity, Nadia*

**NOTICE INVITING e-TENDER**
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against Tender Reference No. :- AGP-II/e-Tender- 08/2024-25 (2nd Call), Date : 12.09.2024 & Tender Reference No.:- AGP-II/e-Tender- 09/2024-25, Date : 12.09.2024 in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time 20.09.2024 up to 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) – 23.09.2024 at 10.30 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Prodhan**
**Abujhati-II Gram Panchayet**
**Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.-**
**Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman**

**IN THE DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL AT KOLKATA**
**9, Old Post Office Street, 7th Floor, Kolkata-700001**
**Regular Appeal No. 125 of 2023**
(Arising out of T.A. no. 228 of 2013)
Dr. Binod More ... Appellant
-Versus-
Indian Overseas Bank & Ors. ...Respondent
To,
1. Indian Overseas Bank (earlier Bharat Overseas Bank)
3B, Lal Bazar Street,
Police Station- Hare Street, Kolkata- 700001
2. Hilton Trade Links Private Limited
19/2B, Nayan Chand Dutta Steet
Police Station Burtala Street, Kolkata-700006
3. Satyanarayan Jalan
19/2B, Nayan Chand Dutta Street
Police Station Burtala Street, Kolkata- 700006
4. Pawan Singhania
Proprietor Sri Venkatesh Udyog
Gurudwara Road, Rourkela, Odisha- 769001

**SUMMONS**

WHEREAS the Appellant has filed an appeal Under Section 20 of Recovery of Debts and Bankruptey Act 1993 against the order Passed by the Ld. Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal- III, Kolkata dated 28.10.2020 in T.A. no. 228 of 2013. You are hereby summoned to appear and file written statement before this Tribunal at 10.30 a.m. or at such time immediately thereafter according to the convenience of Tribunal on 17.09.24 to answer the claim.
2. If you intend to file any documents, you may file the same with a list along with the written statement.
3. You should file your registered address and a memo of appearance when you enter appearance before the Tribunal either in person or by a pleader / Advocate duly instructed.
4. Take notice that, in default of your appearance on the day mentioned herein before the proceeding will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this 09th day of August, 2024.
Signature of the Officer
Authorized to issue Summons

**KHARDAH MUNICIPALITY**
**Khardah, North 24 Parganas**
**NIT**
**Tender No. KDHM/22/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_749833_1**. Categories of Work: Rejuvenation of 450mm Valves & 350mm Valves. Last date of Submission of Tender **21.09.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Khardah Municipality**

**KHARDAH MUNICIPALITY**
**Khardah, North 24 Parganas**
**NIT**
**Tender No. KDHM/23/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_749867_1**. Categories of Work: Withdrawal and reinstall of pump motor and supply and laying of cable Last date of Submission of Tender **21.09.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Khardah Municipality**

**KHARDAH MUNICIPALITY**
**Khardah, North 24 Parganas**
**NIT**
**Tender No. KDHM/24/CON/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_750097_1**. Categories of Work: Supply of Bleaching Powder. Last date of Submission of Tender **21.09.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Khardah Municipality**

**KHARDAH MUNICIPALITY**
**Khardah, North 24 Parganas**
**NIT**
**Tender No. KDHM/25/CON/24-25. E-Tender ID: 2024_MAD_750134_1.** Categories of Work: Supply of Lime stone powder. Last date of Submission of Tender **21.09.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Khardah Municipality**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/ RSM/297/24-25 Dated 11.09.2024 | Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Kalitala Sarat Smriti Bhaban to Hitaishi Sangha under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality. | Rs. 2,39,555 .00 |

Bid Submission end date: **21.09.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
**Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305**
**E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-13 (03 No.) Dated. 11.09.2024**
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
**Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol**

**Simlapal Gram Panchayat**
**P.O.-Simlapal, Dist.-Bankura**
**e-NIT No-07/SGP/2024-25 and Memo No. Sim/181 Dated 11.09.2024 and NIQ-04 Memo No. Sim/177 Dated 02.09.2024**
It is here invited e-Tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the 08 nos. schemes under **15th CFC and 5th SFC** fund. Last date of dropping **18.09.2024 at 02.00 PM (NIQ 4) and 20.09.2024 at 04.00 PM (NIT 7)** and will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in** / Bankura.gov.in **Sd/-**
**Pradhan**
**Simlapal Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE COUNCILLORS GARULIA MUNICIPALITY**
**P.O. Garulia, Dist – North 24 Parganas, Pin - 743133**
The following e-Tenders are hereby cancelled due to administrative Reason/Issues. Further notification will be published later on. e-NIT No.: **WBMAD/ULB/GM/NIT-16/2024-25, Date: 30-08-2024** (Under 15th Finance Commission Tied and Untied Fund). (1) e-Tender ID: **2024_MAD_741521_1.** (2) e-Tender ID: **2024_MAD_741521_2.**
Sd/- **Sri Ramen Das**
**Chairman**
**Garulia Municipality**

**NOTICE INVITING TENDER**
**Tender Notice No. :**
**FUL/195(8)/15th CFC/2024-25**
**Date: 09.09.2024**
**FUL/198/15th CFC/2024-25**
**Date: 12/09/2024**
**FUL/199/15th SFC/2024-25**
**Date: 12/09/2024**
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the works. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (**www.wbtenders.gov.in**).
**Sd/- Prodhan**
**Fulsara Gram Panchayat**
**BOKCHARA ,**
**North 24 Paraganas**

**OFFICE OF THE**
**Hariharpara Gram Panchayat**
**Hariharpara : Murshidabad**
**TENDER NOTICE**
Tender is invited through offline Bid System with The vide NeT No: **-06/HPGP/ 2024-25 With Vide Memo No 344/5TH SFC (Tied) / HPGP/ 2024- Dated: 12/09/2024**,
***The Last date for submission of Bils **18/09/2024 upto 05.00 P.M.**
For details please visit The website: **htpp://wbtenders.gov.in**
**Sd/-, Prodhan**
**Hariharpara Gram Panchayat**

**WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION**
**18, SAROJINI NAIDU SARANI**
**KOLKATA-700 017**
**NOTICE INVITING E-TENDER**
Tender is invited for Civil work at the office of the Commission.
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2024_WBSEC_7450163_1**
Last date and time of submission of BID 26.09.2024 up to 2 PM.
Secretary
West Bengal State Election Commission

**মেট্রো রেলওয়ে,** কলকাতা
**আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)**
**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা অরেঞ্জ লাইন, পার্পল লাইন ও গ্রীন লাইনের নন-ফেয়ার রেভিনিউ আয় খতিয়ে দেখতে স্টেশন পরিসরের ফাঁকা স্থানে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য কনসালটেন্সি সার্ভিসেসের নিয়োগের** জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) চাইছে। আগ্রহী সংস্থা/এজেন্সিরা এই উদ্যোগের জন্য সাশ্রয়কারী এল/ফি বিষয়ে **মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ডেপুটি চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)**-এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। আরও বিশদের জন্য **টেলিফোন নং ঃ ০৩৩-২২৫৫৫২৮৮ / ইমেল আইডি ঃ dycomcmml@mtp.railnet.gov.in বন্ধের তারিখ ঃ ১৯.০৯.২০২৪, সময় ঃ বিকাল ৪টা পর্যন্ত।**
প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **/metrorailwaykol /metrorailkolkata**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/ RSM/300/24-25 Dated 11.09.2024 | REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM TULSI SAHA'S SHOP TO WARD NO 1 BORDER, MAHAMAYA MANDIR ROAD, KANDARPAPUR ROAD & MAHAMAYAPUR SCHOOL ROAD AT WARD No.-28;UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY | Rs. 14,66,220 .00 |
| WBMAD/ULB/ RSM/301/24-25 Dated 11.09.2024 | Construction of Surface Drain & Cross-Drain from ESR (Ward - 11 ) to Opp side of Partha Mondal House & Sitala Mandir to Chandpur Canal via H/O Utpal Dalal , H/O Raja Mondal at Ghasiara Middle in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 13,72,387 .00 |

Bid Submission end date: **28.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/ RSM/298/24-25 Dated 11.09.2024 | Construction of Bituminous road fron EM Bypass to Kaizen apartment at Majumderpara of Ward No.-28 & 29 under Rajpur - Sonarpur Municipality. | Rs. 9,97,994 .00 |
| WBMAD/ULB/ RSM/299/24-25 Dated 11.09.2024 | REPAIRING OF POT - HOLES FROM HINDUSTHAN MORE TO FARTABAD MORE (HINDUSTHAN ROAD) & FARTABAD ROAD FROM KARMAMANDIR CLUB TO BELTALA IN WARD No.- 28 & 29 ; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY. | Rs. 8,27,393 .00 |

Bid Submission end date: **21.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- E.O.,**
**Rajpur-Sonarpur Municipality**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পব

এনআইটি নং : ৫৭১১০ তারিখ : ১২.০৯.২০২৪
**সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**, রিজিওনাল অফিস বাঁকুড়ার অধীন **খড়গপুর শাখা** প্রেমিসেসে সংস্কার (ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং লো সাইড) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে অনলাইন টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিতর জন্য দেখুন ওয়েবপেজ **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https:// centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **০১.১০.২০২৪ বিকেল ৩টা** পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৪/২৯, তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৮-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধীনে রাজঘাট-আমর্দা রোড সেকশনে স্টীল গার্ডার ব্রিজ নং ২১৭ আপ-এর উপর হুক বোল্টের জন্য সাইজ এম-২৭ লক নাট-এর জন্য সিঙ্গল পিস স্প্রীং ইনসার্টেড রিইউজেবল সীজ নাট ফিক্স করা ও ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,৭৪,৫৪০.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫১,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৯-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে নয়টি (০৯) স্টেশনে আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্কের (১,০০,০০০ লিটার পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন) মাধ্যমে সময় উত্তীর্ণ /ভগ্নপ্রায় স্টীল ট্যাঙ্কগুলির বদল (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,১৪,২৮,৭২১.২৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৫৭,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৬-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/সেটলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধীনে খড়গপুরে বিএনআর এক্সেলেন্স স্কুল-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১২,৭৫,৩৮৬.৪২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৬,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার সংখ্যাঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৭-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুরে ডিভিসনাল কন্ট্রোল-এর পরিবর্তন ও পুনর্গঠন (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৭,৮০,৫৩১.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৯৫,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। ক্র.নং.-৫। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৮-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/সেটলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে থার্ড এভিনিউ-এ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৭,৫৭,২৫০.৮৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৭৫,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-৬। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৯-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এস.এস.ই. (ওয়ার্কস)/সাউথ-I/খড়গপুর-এর সেকশনে ০১.০৭.২০২৪ তারিখ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (২ বছরের জন্য) সময়কালের জন্য সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং প্রতিটি কাজের মূল্যমান ৫,০০,০০০ টাকার অধিক হবে না এই শর্তে নতুন কাজ সম্পাদন, বর্তমান কাঠামোগুলিতে সংযোজন ও পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতির কাজ, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ (সিএম/I ও সিএম/II কোয়ার্টারগুলি সহ ফিফথ্ স্ট্রীট থেকে সেভেনথ্ স্ট্রীট পর্যন্ত) (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৫৪,৭৫,৪০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,২৭,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। ক্র.নং.-৭। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-২৬-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে ট্র্যাক মেরামতির কাজ সহ টাং রেল পুনরায় কর্মোপযোগী করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,৫৬,৩৩৮.২৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬৯,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-৮। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৪৫-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে সাঁতরাগাছি-র কাজ সম্পাদন। (১) উত্তর দিকের সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন, (২) বর্তমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার, (৩) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মিক্সড এইচএস স্কুল (ইএম)/সাঁতরাগাছি-র উন্নয়ন ও (৪) রান্নাঘর, ডাইনিং হল ইত্যাদি সুবিধা সমন্বিত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ মহিলা ব্যারাক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৯০,২৫,২৭৮.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৪৫,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। ক্র.নং.-৯। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩০-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডব্লুডব্লু/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে কাঁসাই হল্ট ও গোকুলনগর জল সরবরাহ ব্যবস্থার ইনস্টলেশনগুলিতে রঙকরণ ও অক্ষর চিত্রণ সহ বর্তমান জীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত কুয়ো, পাম্প হাউস, প্যানেল রুম, ব্যালান্সিং রিজার্ভার, কুয়োর উপরের আচ্ছাদন, রাস্তার প্রবেশপথ ইত্যাদির মেরামতি ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২২,৪৬,৩৬৮.৪১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১১,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-১০। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩১-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-এ রাবণ ময়দান স্যুইচ হাউসের নিকটে ৩.৫ মি. উচ্চতাসহ ৯মি. X ৭মি. পরিমাপের ঘর সমন্বিত ০১টি সাব-স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ।। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৮০,৯৬৫.০৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩৭,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। ক্র.নং.-১১। **টেন্ডার সংখ্যাঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-৩২-২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে সিগন্যাল ওয়ার্কশপ/খড়গপুর-এর এস অ্যান্ড টি অ্যাসেট ও পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৮,৮৯,১০৪.৬৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৪,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ১১ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৯.২০২৪ (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য), ৩০.০৯.২০২৪ (ক্র.নং. ৩ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য), ০২.১০.২০২৪ (ক্র.নং. ৭-এর জন্য) এবং ০৩.১০.২০২৪ (ক্র.নং. ৮ থেকে ১১ প্রতিটির জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১২.০৯.২০২৪ থেকে ২৬.০৯.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য), ১৬.০৯.২০২৪ থেকে ৩০.০৯.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৩ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য), ১৮.০৯.২০২৪ থেকে ০২.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৭-এর জন্য) এবং ১৯.০৯.২০২৪ থেকে ০৩.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৮ থেকে ১১ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-591)**


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

কবিতা

## বিসর্জন

**মন্দিরা ঘোষ**

জল মারুলির মমতা ভোরের নথে
কাঁসার ঘটে শাখাপ্রস্তাব নামানো

ঘরবৌদের উঠোনে আজ মাছযাত্রা
তেলসিঁদুরের আহ্লাদ
নাপতিনী আলতায় ফুটে উঠছে  বিসর্জনের বাজনা

একরাশ খুশির কড়চায় মেঘঢালা দশমীচোখ
মনমরা শিউলি সইপাতা উপসংহারে
ঠোঁট ফুলিয়ে আড়ি করছে
রাংতামোড়া শরৎকে

বরণরাতে ধুনোর কাটাকুটি
জলবৃত্তে ঢেউ
ভাসছে হলুদ কাগজের দুর্গা

## কোলাকুলি

**সমরেশ মণ্ডল**

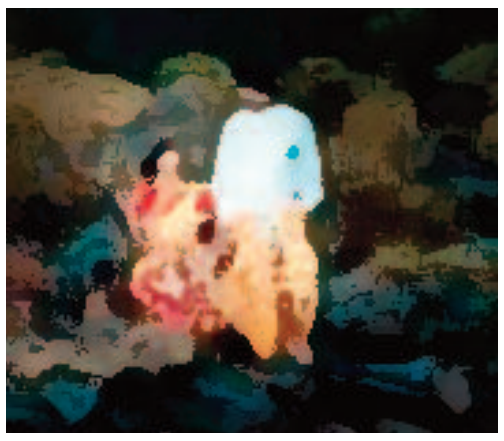

চারপাশে পুরনো বাড়ির নোনা ধরা গন্ধ আর বাদুড়ের নাদির, পরিষ্কার হয়েছে পুজোর জন্য দুর্গামন্ডপ তার পিছনে আলোহীন জনার্দন মন্দির সমস্ত চত্বর জুড়ে ম ম করছে শিউলি ফুলের ঘ্রাণ।

নতুন জামা, ধানী পটকা, খেলনা বন্দুকের পুটুস্ করে ক্যাপ ফাটার শব্দ নতুন জামার গন্ধ ছাপিয়ে বড়দের গায়ে হারিয়ে যাওয়া কান্তা সেন্টের সুরভি, মাথায় সুগন্ধি তেল নদীর তীব্র স্রোতে স্নান করলেও যে গন্ধ ধোয়া যেত না। মাত্র চারটি দিনের এই আয়োজন, তথাপি আমার প্রিয় দিন সবার দুঃখের যে দিনটি, বিজয়া দশমী; কেননা সেদিনই সেরা স্পর্শের দিন, বছরে একবারই;জনার্দনতলায়

সবার অলক্ষ্যে সামান্যক্ষণ মাত্র, কোলাকুলি।

# আমুদি

ছোট গল্প

**সিদ্ধার্থ সিংহ**

আমার ছেলেবেলা কেটেছে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে সঙ্কোশ টি গার্ডেনে। যেখানে সারা দিনে একটিই বাস যেত এবং সেটিই ফিরে আসত। মাঝরাস্তায় হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে কেউ যদি বাসচালক বা কন্টাকটারকে বলত, দাদা, একটু দাঁড়াও গো, একজন খেতে বসেছে, আসছে। তা হলে যতক্ষণ না সে খেয়ে আসত, ততক্ষণ বাসটি অপেক্ষা করত। অন্য প্যাসেঞ্জাররা একটুও ট্যাঁ ফুঁ করত না।

দুর্গা পুজো হত কুমাড়িগ্রামের পাশেই পুকুড়িগ্রামে। মূর্তি তৈরি করা হত ওখানেই। তখন আমি খুব, খুব, খুবই ছোট। সবে ভর্তি হয়েছি দুর্গাবাড়ি স্কুলে। পরের দিন মহালয়া তাই আগের রাতে পাশের মাঠে বিশাল পর্দা টানিয়ে প্রজেক্টর মেশিন বসিয়ে পর পর তিনটি ভক্তিমূলক সিনেমা দেখানো হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সিনেমার নাম ছিল — আদ্যাশক্তি মহামায়া।

সেখানেই পাশের বাড়ির আমারই বয়সী গোলগাল চেহারার আমুদিকে বলেছিলাম, কাল ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে আমরা মা দুর্গার মুখ দেখতে যাব। তুই যাবি? ও বলেছিল, যাব।

ভোর চারটের সময় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুট লাগিয়েছিলাম, যেখানে মূর্তি তৈরি হয় সেই দুর্গা দালানে।

রোদ চড়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ছিলাম। কিন্তু আমুদিকে দেখিনি। দেখেছিলাম ষষ্ঠীর দিন সকালে। ও কোথা থেকে একগাদা কাঁশফুল ছিঁড়ে এনে আমাকে দিয়েছিল। আমি দিয়েছিলাম একটা শাপলা ফুল। শুধু আমরা দু'জনই নই। আমাদের সমবয়সী আরও অনেকেই ছিল। দুপুরে বাড়িতে খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

শুধু ষষ্ঠী নয়, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমী। দশমীতেই ভাসান দেওয়া হয়েছিল প্রতিমা। বড়রা আমাদের জলে নামতে বারণ করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিসর্জন দিয়েই পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেখতে থাকা লোকেদের দিকে ওরা সবাই মিলে এমনভাবে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল যে, বড়দের পিছু পিছু আমরা ছুটে পালানোর আগেই একদম ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে প্রতিমা জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীত শুরু হয়ে যেত। আমরা কাঁপতে কাঁপতে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম, পর দিন সকালবেলায় ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। কিন্তু কী করে যাব! তার পরের দিনই সক্কালবেলায় যে বাবা আমাকে পাকাপাকি ভাবে নিয়ে এসেছিলন কলকাতায়। ভর্তি করে দিয়েছিলেন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে।

তার পর নানান কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমার জন্মস্থান এবং ছোটবেলাটা যেখানে কেটেছে, সেই কুমারগ্রামে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে তিন মাসের জন্য যখন ওই মামাবাড়িতে গেলাম, যেদিন গেলাম, সেদিনই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম আমুদিদের বাড়ি। গিয়ে দেখি সবই আগের মতো আছে। আছে আমুদিও।

আমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, বুঝতে পারলাম, ও আমাকে চিনতেই পারছে না। এমনকী আমার নামটাও ওর মনে নেই। অথচ আমার কিন্তু সব মনে আছে, সব।

এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, এ বার দুর্গাপুজোর আগেই আমি চলে যাব কুমারগ্রামে। ষষ্ঠীর দিন সকালে পৌঁছে যাব দুর্গা দালানে। সত্যিই যদি যাই, আর ও-ও যদি আসে, ও কি আমাকে চিনতে পারবে!

# ওই দিদিটাও 'দুগ্গাদিদি'

**সুপ্রিয় দেবরায়**

রাস্তায় শালের খুঁটি পোতার গর্ত শুরু হতেই তাদের জীবনের ক্ষতগুলো প্রকট হতে থাকে। ঘরকন্নার জিনিসপত্র গুটিয়ে যেতে হয় বিকল্প অস্থায়ী আবাসে, সারা দিনের ক্লান্ত শরীরটি এলিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাদের তো ঘর থাকে না, থাকে শুধু থাকবার আশ্রয়। বেঘর হতে হয় না তাদের। শুধু ফুটপাথ বদলায়, আশ্রয় বদলায়। যাদের ঠিকানা কেয়ার অফ ফুটপাথ। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, পায়ের তলায় মাটি, সেই প্রায় লাখ খানেকের ওপর মানুষ, যাদের সংসার ফুটপাথেই। মৌলালির মোড়ের কাছে, পার্কস্ট্রিটের ফ্লাইওভারের নিচে, উল্টোডাঙার রেল ব্রিজের আশেপাশে; এরকম অসংখ্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে তারা। দিনের বেলায় তাদের দেখা না মিললেও, রাস্তায় আঁধার নামলেই শুরু হয় তাদের ঘরকন্না এই ফুটপাথেই। নীল প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা থাকে রান্নার জিনিসপত্র, দরকারি জিনিস। এ দৃশ্য শুধু কলকাতা শহরে নয়, সব শহরেই। এদের কাছে নেই ভোটার কার্ড কিংবা আধার কার্ড বা জব কার্ড। কিন্তু

ছোট গল্প

পুজো এলেই তাদের এই অস্থায়ী সংসার থেকেও উচ্ছেদ হওয়ার অলিখিত নোটিশ আসে। ফুটপাথ জুড়ে যে রাস্তায় ঢল নামে তখন।

পুজোর সময় তাদের রোজগার'টাও অনেকটা লাফিয়ে যেন বেড়ে যায়। ওরা কাজে বেরোলেই, ঘুরে বেড়ায় ওদের সন্তানেরা  এখানে-সেখানে। শিউলিভেজা সকালের সুবাস তাদের নাকে নাই বা আসলো, নাই বা থাকল পরনে তাদের নতুন জামা, নাই বা ঢুকতে পেল প্যান্ডেলে, নাই বা পারল দিতে অঞ্জলি, কিন্তু তাও তারা খেলে বেড়ায় আকাশের উড়ন্ত পাখিদের মতো। আলোর রোশনাইতে শহরটা যখন আলোময়, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যখন বেজে ওঠে হালফিল হিন্দি গানের সুর, নেচে ওঠে তারা পুরনো ছেঁড়া জামা পরেই। শহরের বাতাস যখন ভারী হয়ে আসে চাউমিন, বিরিয়ানি, রোল, ফিস ফ্রাইয়ের গন্ধে; 'এই দিদি, খুব খিদে পেয়েছে রে! চাউমিন খাবি?'

— না রে ভাই, আমার কাছে অত টাকা নেই। আজ একটা ভেজ চপ ভাগাভাগি করে খাই। কাল মায়ের থেকে বেশি করে টাকা চেয়ে নেব।

কৌশিকী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে, এগরোল খাচ্ছিল তার বর অর্ণবের সাথে।

— এই শোনো, তোমাদের নাম কী?

দিদির হাত ধরে এগিয়ে এসে বলে, 'এই যে আমার দিদি, উমাদিদি। আর আমি ফক্কড়।'

— ফক্কড়, সেটা আবার কীরকম নাম!

— আমি প্রচুর কথা বলি তো। আমি জন্মাবার পরেই বাবা যে লোহার কারখানাতে কাজ করত, বন্ধ হয়ে যায়। তাই নাম দিয়েছিল ফকির। আর এই যে দিদি, মা বলে বোধনের সন্ধেতে এসেছিল আমাদের সেই খালপাড়ের টালির ঘর আলো করে। এখন সেখানে থাকি না।

— এখন সেখানে থাকো না?

— আমার জন্মের পরেই বাবা যে আর ভাড়া দিতে পারল না। চলে এলাম হেদুয়ার সাঁতার ক্লাবের উল্টোফুটে। তবে এখন সেখানে থাকি না। কালীপুজো পেরিয়ে গেলে আবার সেখানে যাব। এখন চলে এসেছি শ্যামবাজার খালের কাছে।  খালধারের পাশে খালপুলের নীচে। নলের একদিকে আমরা, অন্যদিকে আরেক পরিবার। কোনও আড়াল-আবদাল নেই। লোহার তো, পেরেকও পোঁতা যায় না। আমার খুব মজা লাগে, জানো তো। কথা বললে কেমন গম্ গম্ শব্দ হয়। দিদির একদম ভাল লাগে না। অসুবিধে হয়। জামা পাল্টাতে গেলেও, মাকে আড়াল করে দাঁড়াতে হয় যে।

— তুমি তো বেশ মজার কথা বল, ফক্কড়। চাউমিন খাবে? চিকেন না এগ?

ফক্কড়ের চোখের মণি চিকচিক করে ওঠে। উমার মুখ থেকে এতক্ষণে কথা বেরোয়, 'না না, দিদিমণি। একদম না।'

কৌশিকী চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, 'কালকেও যেন এইসময় তোমাদের এখানে দেখতে পাই। আর তোমরা কি কোনও স্কুলে পড়?'

— আমি পড়তাম, যখন খালপাড়ের বাড়িতে থাকতাম।

— বাবার মোবাইল নাম্বার মনে আছে? দাও। আমি একটা স্কুলে পড়াই।

অর্ণব ইতিমধ্যে দু'প্লেট চিকেন চাউমিনের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল। প্লেট দু'টি তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে উমাকে বলে, 'এক দুর্গা আরেক দুর্গাকে কী করে অভুক্ত রাখতে পারে!'

এরপর ফক্কড়ের ভাগ্যে জুটেছিল একটা আইসক্রিমও। আইসক্রিম চুষতে চুষতে ফক্কড় বলে ওঠে, 'তুই যেমন আমার দুগ্গাদিদি, ওই সুন্দর শাড়ি পরা দিদিটাও আমার দুগ্গাদিদি।'

কৌশিকীর হাত ধরে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে, অর্ণব নিজের মনেই বলে ওঠে, ফক্কড় তো জানে না; দুর্গার আরেক রূপ, কৌশিকী।

সপ্তমীর সন্ধেতে ফক্কড়ের চোখে পড়ে, সেই দুগ্গাদিদি'টা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে চাউমিনের দোকানের পাশে, সাথে সেই দাদা'টাও। হাতে ধরা দু'টি প্যাকেট। কিসের? ফক্কড় আর তার উমা'দির জন্য কি তাহলে জামা আর শাড়ি এনেছে?  ফক্কড় এক ছুটে পৌঁছে যায় তার দুগ্গাদিদি'র কাছে। ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বের করে হাতটা বাড়িয়ে দেয় সামনে। জিভটাও প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। সামনে বড় বড় দু'চোখ মেলে, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ পরে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই তো ফক্কড় আজ দেখে আসলো পাড়ার প্যান্ডেলে, উমা'দির সাথে কাঙালি ভোজনের খিচুড়ি খেতে খেতে।

# অর্থ নয়, ভক্তি আর নিষ্ঠাই পাথেয় 'আমরা সবাই'-এর পুজোয়

# আসছে মা সাজছে শহর

**শুভাশিস বিশ্বাস**

কলকাতার দুর্গাপুজোর আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বিগ বাজেটর পুজো। কারণ, এদের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা আর থিম দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে সবাই এসে ভিড় জমান কলকাতায়। সত্যি বলতে পুজো সেই আগের মতো চারদিনে আর আবদ্ধ নয়। একটু ভাবলেই দেখা যাবে, থিমের পুজো শুরু হতেই কলকাতার পুজোর চরিত্রটাও বদলাতে শুরু করে। কারণ, থিমের পুজো যে সংখ্যায় মানুষকে আকর্ষণ করা শুরু করেছিল তাতে শুধুমাত্র ষষ্ঠী থেকে পুজোর উদ্বোধন করে ভিড় সামাল দেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে পুজোর দিনসংখ্যা। আর এখন বেশির ভাগ বড় পুজো শুরু হয়ে যায় মহালয়াতে দেবীপক্ষ শুরু হতেই। পুজোর এই বাড়বাড়ন্তে অনেকেই বলে থাকেন, পুজোর সেই 'ফ্লেভার'টা যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। পুজোর 'ফ্লেভার' সত্যি হারিয়ে যাক বা নাই যাক পুরনো সেই সাবেকি পুজো ধরে রেখেছে কলকাতার বেশ কিছু ক্লাব। হয়তো এই সব ক্লাবের নাম অনেকেই জানেন না কিন্তু এখানে এলে ছোঁয়া মেলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্বজনীন পুজোর। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই পুজোগুলোর একটা পৃথক চরিত্র যে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এইসব পুজোতে এলে নজরে আসবে না চোখ ধাঁধানো জৌলুস। তবে এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় মিলবে প্রাণের ছোঁয়া। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, কলকাতায় বেড়েছে জনবসতির সংখ্যা।

ঠিক এমনই এক পুজো নজরে এল কালিন্দীর এসকেবি সরণিতে পা রাখতে। 'আমরা সবাই' নামে ছোট্ট একটি সংগঠন সেই ২০০২ সাল থেকে আয়োজন করে আসছে এই পুজোর। মাঝে দেখতে দেখতে কেটে গেছে ২২টা বছর। সেদিন যাঁরা চল্লিশ বা পঞ্চাশের কোঠায় ছিলেন আজ সময়ের সঙ্গে তাঁদের কর্মক্ষমতা কিছুটা হলেও টান পড়েছে। সেই কারণে পুজোর হাল ধরেছেন বর্তমান প্রজন্ম। প্রজন্মের পরিবর্তন ঘটলেও পুজোর প্রকৃতির কোনও ধরনের পরিবর্তন হয়নি বলেই জানালেন পুজো উদ্যোক্তারা। আকারেও যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তাও নয়। আজ থেকে ২২ বছর আগেও ছোট্ট একটা জমির ওপরে যেমন অতি সাধারণ এক প্যান্ডেল তৈরি করে মায়ের আরাধনা হতো সেই ট্র্যাডিশন আজও অটুট।

তবে ২০২৪-এর পুজোর পরিবেশটা যে একটু হলেও আলাদা তা এককথায় মেনে নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারাও। দেবীপক্ষ শুরু হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি থাকলেও পুজোর সেই আবহে কোথায় এক ভাটার টান। এরই মাঝে সামান্য আর্থিক পুঁজি সম্বল করে পুজোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন 'আমরা সবাই'-এর সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে খুব অবাক করে দেওয়ার মতো কিছু তথ্য সামনেও আনেন তাঁরা। কলকাতা জুড়ে যে সব পুজো হয় তার কোনটির-ই বাজেট দশ- বারো লাখের কম নয়। সেখানে কলকাতার এই অখ্যাত ক্লাবটি পুজো সারে মাত্র দু লাখ টাকায়। এই আর্থিক পুঁজির বেশ কিছুটা আসে চাঁদা তুলে

আর ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ বহন করেন প্রাক্তনীরা। তাঁদের মেয়ের আরাধনায় দু'হাত উজাড় করে খরচ করেন তাঁরা। এদিকে এই টাকার অর্ধেকের বেশি খরচ হয় প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা আর মাতৃ প্রতিমার পিছনে। হাতে হাজার পঞ্চাশেক পুঁজি নিয়ে হয় পুজোর চারটে দিন মায়ের আরাধনা। ফলে দেবী দুর্গার আরাধনায় বাড়তি আড়ম্বর বলতে কিছুই নেই। যেটা থাকে তা হল নিখাদ ভক্তি আর নিষ্ঠা। এখানেই অন্য পুজোর থেকে আলাদা এক মাত্রা পায় 'আমরা সবাই'-এর এই পুজো।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারেও মাতৃ আরাধনায় কোনও ত্রুটি যে থাকবে না তা নিশ্চিত ভাবে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ২০২৪-এর মাতৃ প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ওলাই চণ্ডীতলার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী গৌরাঙ্গ পালের হাতে। আলোক সজ্জা একেবারেই সাবেকি। পুজো মণ্ডপেও কোনও বাড়তি জাঁকজমক কিছুই থাকছে না। তবে পঞ্চমীর দিন এলাকারই কচিকাঁচাদের নিয়ে হয় এক অনুষ্ঠান। পুজোর আনন্দ যেহেতু ওদের সবথেকে বেশি, তাই পঞ্চমীর এই অনুষ্ঠানটি কোনও বছরই বাদ দেন না পুজো উদ্যোক্তারা। এই বাজেটেও অষ্টমীর দিন মায়ের ভোগ পৌঁছে যায় এলাকার ঘরে ঘরে। এরপর রয়েছে নবমীর দিন এক ভূরিভোজের আয়োজন। সেখানে এলাকাবাসী প্রত্যেকেই আমন্ত্রিত। জনান্তিকে একটা কথা বলে রাখা ভাল, নবমীর এই আয়োজন কিন্তু নিরামিষ পদে সুসজ্জিত থাকে। এরপর দশমীর দিন মাতৃ প্রতিমার নিরঞ্জন হয় ঘরোয়া রীতিতেই। এই নিরঞ্জন প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, মাকে ক্লাব সদস্যরা বিদায় জানান দশমীতেই। এর কোনও ব্যতিক্রম কখওনই হতে দেন না ক্লাব সদস্যরা। মায়ের সিঁদুর দানের পর ঢাকি আর পুজো উদ্যোক্তারাই নিয়ে যান মাকে বিদায় জানাতে। আর মাকে

বিদায় জানানোর মধ্য দিয়ে ফের শুরু হয় আগামীতে তাঁকে আবাহন জানানোর পালা।